CMYK

স্বর্ণ সম্ভার
৯ থেকে ২২ অক্টোবর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 26 September, 2020 ■ আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং ■ ৯ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ক্ষোভে ফুঁসছেন অন্নদাতা

ভারত বন্‌ধে প্রভাব পড়ল পাঞ্জাব-হারিয়ানায়, রাজ্যে রাজ্যে কৃষি বিলের প্রতিবাদ

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। কৃষি বিল নিয়ে কৃষকদের ক্ষোভ ক্রমশই বাড়ছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কৃষি বিলের প্রতিবাদে ডাকা "ভারত বনধ"-এর মিশ্র প্রভাব পড়েছে। তবে, পঞ্জাব ও হরিয়ানায় "ভারত বনধ"-এর প্রভাব ভালোই ছিল। পঞ্জাবের ১২৫টি স্থানে শুক্রবার প্রতিবাদ-বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন কৃষকরা। ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়েছে। প্রধান প্রধান হাইওয়ে অবরুদ্ধ করে রাখেন প্রতিবাদী কৃষকরা। হরিয়ানায় রাস্তায় নেমে কৃষি বিলের প্রতিবাদ করেন কৃষকরা। অবরুদ্ধ করা হয় ব্যস্ততম চণ্ডীগড়-আম্বালা হাইওয়ে। এছাড়াও কার্নাল-মেরঠ রোড অবরুদ্ধ করেন কৃষকরা।

দেশের কৃষক সংগঠনগুলি মিলিত ভাবে শুক্রবার ভারত বন্‌ধের ডাক দিয়েছিল। কংগ্রেস-সহ দেশের অধিকাংশ বিরোধী দল নীতিগত সমর্থন জানিয়েছে এই বন্‌ধে। পঞ্জাব ও হরিয়ানার বিভিন্ন জায়গা ছাড়াও কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, বিহারেও চলতে থাকে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ। কোথাও রাস্তা আটকে, কোথাও 'রেল রোকো' অভিযানের মাধ্যমে এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান কৃষকরা। পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়, সে জন্য প্রচুর পুলিশও মোতায়েন করা হয়।

পঞ্জাব ও হরিয়ানাতে এই বন্‌ধের প্রভাব সবথেকে বেশি। অমৃতসর, জালন্ধর, লুধিয়ানা, অম্বালা সর্বত্রই বনধ সমর্থকরা রাস্তায় নেমে পড়েন। চণ্ডীগড়-সহ সেখানকার বিভিন্ন জায়গায় পথ অবরোধ করে বিভিন্ন কৃষক সংগঠনগুলি। জালন্ধরের কাছে সকাল থেকেই অমৃতসর-দিল্লি জাতীয় সড়ক অবরোধ করে ভারতীয় কিষান ইউনিয়ন ও রেভোলিউশনারি মার্কস্টি পার্টি অব ইন্ডিয়া। অম্বালাতে বিক্ষোভের জেরে বন্ধ রয়েছে দিল্লি-চণ্ডীগড় বাস পরিষেবা। লুধিয়ানার চিত্রটাও একই রকম ছিল।

কৃষি বিলের বিরুদ্ধে বিহারের রাস্তায় নামেন লালু প্রসাদ যাদবের দুই ছেলে। কৃষকদের নিয়ে পাটনার রাস্তায় র‍্যালিও করেছেন তাঁরা। সেই র‍্যালিতে রাষ্ট্রীয় জনতা দলে (আরজেডি)-র নেতা তেজস্বী যাদবকে দেখা গিয়েছে ট্রাক্টর চালাতে। তখন তাঁর দাদা তেজপ্রতাপ যাদব চড়েছিলেন ট্রাক্টরের মাথায়। এই বিলকে কৃষক বিরোধী অ্যাখ্যা দিয়ে তেজস্বী বলেছেন, "সরকার আমাদের 'অন্নদাতাদের' পুতুল বানানোর চেষ্টা করছে। ২০২২-র মধ্যে কৃষকদের রোজগার দ্বিগুণ করার কথা বলেছিল সরকার। কিন্তু এই বিল তাঁদের আরও গরিব করবে।"

দেশের চেয়ে বড় কিছু নেই ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের যাবতীয় অভিযোগের উত্তর দিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, এনডিএ সরকারই কৃষকদের কথা ভেবেছে। যাঁরা মিথ্যে বলে এত দিন কৃষকদের পাওনা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিলেন, এখন কৃষকদের কাঁধে বন্দুক রেখে চালাচ্ছেন তাঁরাই। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, কেন্দ্র হোক রাজ্য, বিজেপি সরকার সমাজের সকলকে সমান সুবিধা দেওয়ার পক্ষপাতী।

আমাদের কাছে দেশের চেয়ে বড় কিছু নেই। সঙ্ঘ পরিবারের অগ্রপথিক দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ১০৪ তম জন্মবার্ষিকীতে শুক্রবার বিজেপি কার্যকর্তাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন প্রমুখ। দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা।

এদিন শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশ জুড়ে বিজেপির কর্মঠ কার্যকর্তাদের দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাই। পণ্ডিতজির আদর্শ অনুসরণ করে সকলে এগিয়ে চলুন। দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের সেবায় নিরন্তর কাজ করে চলেছেন আপনারা। করোনা-সঙ্কটের মধ্যেও বিজেপির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাত্রী দেখতে গিয়ে নিখোঁজ পাত্র, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫ সেপ্টেম্বর।। বিয়ের জন্য পাত্রী দেখতে এসে নিখোঁজ বাবুল মিয়া নামে বছর ২৫ এর এক যুবক। ঘটনা উদয়পুর মহাকুমাধীন কিল্লা থানার অন্তর্গত খপিলং এলাকায় ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ২২ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ মঙ্গলবার সকালে, সোনামুড়া বেজিমারা এলাকার বাবুল মিয়া দুই বন্ধুকে নিয়ে পাত্রী দেখতে আসে বাগমা থানাধীন বিরেন কলোনি এলাকায়।

এরপর রাত যাপনের উদ্দেশ্যে খুপিলং স্থিত এক আত্মীয়ের বাড়িতে চলে আসেন উল্লেখ্য, সেখানে ভাত খাওয়ার পর বাবুল মিয়া নামে ওই যুবক তার দুই বন্ধুকে নিয়ে শুয়ে পড়েন।জানা যায়, মাঝরাতে বাইরে যাওয়ার নাম করে সেই যুবক ঘর থেকে বের হয়।কিন্তু অবাক করার বিষয় সকাল হতে চললেও সে আর ঘরে ফেরেনি।তখন তার বন্ধুরা বাইরে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে থাকে কিন্তু তার কোন হদিস মেলেনি।তারপর সকালে ওই যুবকের বাবা-মা সহ তার আত্মীয় পরিজন ছুটে এসে কিল্লা থানায় লিখিত ভাবে একটি মিসিং ডায়েরি করেন।নিখোঁজ হওয়ার সময় তার পরনে ছিল একটি কালো শার্ট, সবুজ প্যান্ট, পায়ে ছিল হাওয়াই চটি,তার উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি পিতা আবুল কালাম, মাতা হিরনা খাতুন, সোনামুড়া এলাকার বাসিন্দা।নিখোঁজ হওয়ার পর ২ দিন হতে চললেও তার খবর লেখা পর্যন্ত তার কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি বলে জানান পরিবারের লোক জনেরা।

রাজধানী আগরতলায় চোরের দৌরাত্ম্য, থানার নাকের ডগায় চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরের মঠ চৌমুহনী থেকে গত ২১ এ সেপ্টেম্বর চুরি যাওয়া একটি স্কুটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। এ ব্যাপারে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। মহারাজগঞ্জ বাজার আউটপোস্ট এর পুলিশ বাইপাস রোড এলাকায় তল্লাশি চালানোর সময় গতকাল রাতে স্কুটি পরিত্যক্ত জায়গা থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। উদ্ধার করা স্কুটি স্কুটি এর মালিকের হাতে তুলে দিয়েছে মহারাজগঞ্জ বাজার আউট পোস্টের পুলিশ।

এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে মহারাজগঞ্জ বাজার আউটপোস্ট এর ওসি মঙ্গেশ পারি জানান তাদের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর ছিল বাইপাস রোড এলাকা থেকে পরিত্যক্ত স্থানে একটি স্কুটি পড়ে রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে সেখান থেকে স্কুটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। স্কুটি টি উদ্ধার করা সম্ভব হলেও এই ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। উদ্ধার করা স্কুটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচনে শাসক দল ছাড়া যেকোন দলের সাথে আতাঁতে আগ্রহী আইএনপিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শুক্রবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আইএনপিটি কেন্দ্রীয় কার্যকারিনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে এডিসি নির্বাচনে দলের অবস্থান কি হবে তা আলোচনা হয়েছে। বৈঠক শেষে দলের সাধারণ সম্পাদক জগদীশ দেববর্মা জানিয়েছে, এডিসি নির্বাচনে শাসক দল ছাড়া যেকোন দলের সাথে আঁতাত করতে প্রস্তুত আইএনপিটি। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার জনগণের আশা আকাঙ্খা এমনকি প্রতিশ্রুতিও পুরণ করছে না।

জগদীশ দেববর্মা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান আসন্ন এডিসি নির্বাচনে দলের রণকৌশল কী হবে তা বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। পাশাপাশি রাজ্যে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয় এদিন। রাজ্যে ৩০ মাস পূর্বে জনগণকে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি অথাৎ পাহাড়ের জুমিয়াদের পুনর্বাসন, বেকারদের কর্মসংস্থান, সরকারি চাকরিজীবীদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়া সহ একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকার প্রতিষ্ঠিত করে বিজেপি এবং আইপিএফটি যে জোট সরকার। কিন্তু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৮ অক্টোবর থেকে তিন দফায় নির্বাচন বিহারে গণনা ১০ নভেম্বর

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তিন-দফায় বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে বিহারে। আগামী ২৮ অক্টোবর প্রথম দফার ভোটগ্রহণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ হবে-যথাক্রমে ৩ এবং ৭ নভেম্বর। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে ১০ নভেম্বর।

শুক্রবার দুপুরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, তিন-দফায় ভোটগ্রহণ হবে বিহারে। ২৮ অক্টোবর প্রথম দফার ভোটগ্রহণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ হবে-যথাক্রমে ৩ এবং ৭ নভেম্বর। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে ১০ নভেম্বর। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানান, আগামী ২৯ নভেম্বর শেষ হচ্ছে বিহারের বর্তমান বিধানসভার মেয়াদ। ২৪৩ সদস্যের বিহার বিধানসভায় ৩৮টি আসন তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমবাসায় নাবালিকা শ্যালিকাকে ধর্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। রাম আমলে ধর্ষণের মত ন্যাক্কারজনক ঘটনা বেড়েই চলছে। আমবাসা থানাধীন ইদানীংকালে তিনটি ধর্ষণের মামলা হয় আমবাসা থানায়। সংবাদে প্রকাশ আমবাসা থানাধীন কেকমাছড়া মারাক বস্তী এলাকায় সাবীর আলী(৩০) তার স্ত্রীর মাসতুত বোনকে দুই দিন আগে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।

জানা যায় সাবীর আলীর বাড়ী পশ্চিমবঙ্গের মালদায় তবে বেশ কয়েক বছর ধরে কর্মসূত্রে কেকমাছড়ায় থাকে। এখানেই বিয়ে করে তার দুটি সন্তান রয়েছে। তার পাশের বাড়িতে নাবালিকা শালিকাকে দুই দিন আগে ধর্ষণ করে। আরও অভিযোগ যে শাসক দলের কয়েকজন নেতা মামলা না করার জন্য নাবালিকা মেয়ের বাবার উপর প্রতিনিয়ত চাপ সৃষ্টি করে। অবশেষে গতকাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রেমতলায় গহবধূকে নির্যাতন, কাঞ্চনপুরে মহিলার শ্লীলতাহানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/কঞ্চনপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুড়াইবাড়ি থানা এলাকার বাগান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রেমতলা এলাকায় এক গৃহবধূ নির্যাতনের শিকার। নির্যাতিত গৃহবধূ সুপর্ণা মালাকার অবশেষে বাপের বাড়ীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে নির্যাতিতা গৃহবধূ চুড়াইবাড়ি থানায় স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। অভিযুক্ত স্বামীর নাম অপু মালাকার। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে প্রায় এক বছর আগে সামাজিক প্রথায় তাদের বিয়ে হয়েছিল। বিয়েতে পাত্র পক্ষের দাবি অনুযায়ী নগদ টাকাসহ অন্যান্য জিনিসপত্র মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতেও খাই মিটেনি পাত্র পক্ষের।

বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই গৃহবধূ অপর্ণা মালাকারের ওপর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনরা অকথ্য নির্যাতন শুরু করেন। স্বামী অপ মালাকার আখন্ড নেশাগ্রস্ত হয়ে বাড়িতে ফিরে স্ত্রীকে মারধর করে বলে অভিযোগ। এসব বিষয়ে একাধিকবার সালিশি সভা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই গৃহবধূ মায়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। নির্যাতিত গৃহবধূ জানায় তার বাবা অনেক আগেই প্রয়াত হয়েছেন।

মা ক্যান্সারে আক্রান্ত। তাদের সংসারে আর কোনো ভাইবোন নেই। দিদিমাকে নিয়ে মা বাড়িতে কোনোক্রমে বেঁচে আছেন। অসহায় মায়ের কাছে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিতে হয়েছে নির্যাতিত গৃহবধূ সুপর্ণা মালাকারকে। চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুড়াইবাড়ি গেইটে তিন নাইজেরিয়ান যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। চুরাইবাড়ি সীমান্ত এলাকায় ৩ নাইজেরিয়ান যুবককে আটক করেছে পুলিশ। তারা আগরতলা থেকে গুয়াহাটি যাওয়ার উদ্দেশ্যে গাড়িতে করে চুড়াইবাড়ি পর্যন্ত যায়।সেখান থেকে সরাসরি গাড়ি না পাওয়ায় তারা পায়ে হেঁটে চুড়াইবাড়ি সীমান্ত পার হচ্ছিল।

তখন ওই সন্দেহভাজন ৩ নাইজেরিয়ান যুবককে আটক করে পুলিশ। তাদেরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। আশঙ্কা করা হচ্ছে ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে থেকে তারা অনুপ্রবেশ করেছে।উল্লেখ্য ইতিপূর্বে ধরনের বহু সংখ্যক নাইজেরিয়ান যুবকের ত্রিপুরায় আটক করা সম্ভব হয়েছে। এসব নাইজেরিয়ান যুবকরা বাংলাদেশ দিয়ে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ করে অন্যান্য রাজ্যে যাওয়ার চেষ্টা করে থাকে। নাইজেরিয়ান যুবকদের ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের ঘটনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষি বিল ঃ নিরাপত্তা কর্মীদের সমস্ত ব্যারিকেড ভেঙে প্রতিবাদ আন্দোলনে শামিল হল বামেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। কৃষি বিলের বিরোধিতায় বামেরা আজ আগরতলা শহর কাঁপালেন। কৃষক সভা-র নেতৃত্বে শুক্রবার সারা ত্রিপুরায় ওই আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছে। মিছিলের অগ্রভাগে নেতৃত্ব দিয়ে বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরী বলেন, জনস্বার্থ বিরোধী কৃষি বিল কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এই বিলের প্রতিবাদেই আজ আমরা রাস্তায় নেমেছি।

শুক্রবার কৃষক বিলের বিরোধিতায় রাজধানী আগরতলা শহরের সিটি সেন্টারের সামনে বামেরা প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও সমাবেশ সংঘটিত করেছে। বামেদের মিছিল-সমাবেশ-কে ঘিরে সকাল থেকেই সিটি সেন্টার সংলগ্ন

এলাকায় ব্যাপক সংখ্যক পুলিশ নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল। পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীদের সমস্ত ব্যারিকেড ভেঙে বামপন্থী সমর্থকরা প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হন। প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হয়ে বিধানসভার বিরোধী দলের উপনেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী বাদল চৌধুরী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যে কৃষি বিল পাস করিয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে কৃষক স্বার্থবিরোধী। জনস্বার্থ বিরোধী এই বিল কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি বিলের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বামপন্থীরা। এরই অংশ হিসেবে আগরতলায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

সাথে তিনি যোগ করেন, গোটা রাজ্য জুড়ে বামপন্থীরা কৃষি বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তোলপাড় করে তুলবে।অবিলম্বে জনস্বার্থবিরোধী কৃষি স্বার্থবিরোধী এই বিল প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

রাস্তা, জল ও বিদ্যুতের দাবীতে গঙ্গানগরে অবরোধ আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৫ সেপ্টেম্বর।। রাস্তা, পানীয় জল এবং বিদ্যুতের দাবিতে ধলাই জেলার গঙ্গানগর ব্লকের কর্ণ মনি এডিসি ভিলেজের ১০ মাইল এলাকার উপজাতি জনগণ পথ অবরোধ করেছেন।

সকাল থেকে আমবাসা গঙ্গানগর সড়কের ১০ মাইল এলাকায় পথ অবরোধ করার ফলে দীর্ঘক্ষণ বহু সংখ্যক যানবাহন অবরোধ স্থলের দুদিকে আটকে পড়ে। এর ফলে জনদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে।ঘটনার বিবরণে জানা যায় ধলাই জেলার গঙ্গানগর ব্লক এলাকার কর্ণ মুনি এডিসি ভিলেজ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই পানীয় জলের সংকট চলছে। এলাকায় বিদ্যুৎ নেই। রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ। ইট সোলিং রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হলেও মাঝপথে আটকে পড়েছে।

এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা এতটাই খারাপ যে কোন প্রসূতি মা কিংবা গুরুতর অসুস্থ কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।পরিস্রুত পানীয় জলের অভাবে ও প্রতিশ্রুত পানীয় জল পান করে জল বাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন ওইসব এলাকায় বসবাসকারী জনগণ।এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে বহুবার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সহ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু তাতে কেউ কর্ণপাত করেন না।শুধুমাত্র নির্বাচন এলে নেতা-মন্ত্রী বিধায়ক সহ অন্যান্যরা রাস্তা সংস্কার পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন।

নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়ে যাওয়ার পর ওই সব নেতাদের আর দেখা পান না ওইসব এলাকায় বসবাসকারী জনজাতি অংশের মানুষজন। দীর্ঘদিন ধরে তারা অসহায় জীবন যাপন করে চলেছেন। অপরিচিত পানীয় জল পান করে মানুষ আন্ত্রিক ম্যালেরিয়া সহ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নতুন ভারত গড়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন পণ্ডিত দীনদয়াল

জন্মজয়ন্তীতে স্মরণ করে বললেন উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। নতুন ভারত গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়। তাঁর জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে স্মরণ করে এ-কথা বলেন ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা।

আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়, রাজ্য সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুভাষ দেব, সোসাইটি ফর ম্যানেজমেন্ট অব কালচারেল কমপ্লেক্স-এর

চেয়ারম্যান কমল দেব, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্র, ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা ডি কে চাকমা প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা ও উপস্থিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১ অক্টোবর থেকে রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলি উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। আগামী ১ অক্টোবর, ২০২০ থেকে উজ্জয়ন্ত প্যালেস এবং রাজ্যের সমস্ত পর্যটন কেন্দ্রগুলি পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।

এছাড়াও ঐ একইদিনে সিপাহীজলা অভয়ারণ্য ও টেপানিয়া ইকোপার্কের সমস্ত লগহাটগুলি উদ্বোধন করা হবে এবং কুমিল্লা ভিউ ট্যুরিস্ট লজ ও ইডেন টুরিস্ট লজ পুনরায় চালু হবে। এক্ষেত্রে পর্যটন কেন্দ্র ও টুরিস্ট লজগুলিতে কোভিড-১৯ -এর সমস্ত নিয়মাবলী কার্যকর থাকবে। ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, করোনা পরিস্থিতিতে গোটা দেশের সাথে রাজ্যেও পর্যটন কেন্দ্রগুলি পর্যটকদের ব্যবহারের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আনলক প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় সেগুলি উন্মুক্ত করা হচ্ছে।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৩৩৯ ◘ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং ◘ ৯ আশ্বিন ◘ শনিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

খেসারত প্রাণের মূল্যে

ভারতকে আজ অবহেলার খেসারত দিতে হইতেছে প্রাণের মূল্যে। যক্ষ্মা বা ডায়াবিটিসের মতো রোগের অতি দ্রুত বিস্তার ঘটিতেছে ভারতে, তাহা জানিয়াও সরকার প্রতিরোধে গা করে নাই। আজ সেই সকল রোগই মাথাব্যথার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কারণ সেগুলি কোভিড-সংক্রমিত রোগীর প্রাণের ঝুঁকি কয়েক গুণ বাড়াইতেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক নির্দেশ দিয়াছে, সকল যক্ষ্মা রোগীর কোভিড পরীক্ষা করাইতে হইবে, এবং সকল কোভিড রোগীর যক্ষ্মা ও ডায়াবিটিসের পরীক্ষা করাইতে হইবে। ইহার একটি কারণ চিকিৎসাশাস্ত্রে নিহিত যক্ষ্মারোগীদের কোভিড-সংক্রমণের আশঙ্কা দ্বিগুণেরও অধিক। তাঁহাদের ক্ষেত্রে কোভিড সংক্রমণ অতি দ্রুত বাড়িয়া চলে, এবং মারাত্মক হইয়া ওঠে। তাই নূতন ও পুরাতন, সকল যক্ষ্মা রোগীরই কোভিড পরীক্ষা আবশ্যক। একটি প্রশাসনিক কারণও রহিয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসর যক্ষ্মা রোগী নির্ণয় হইয়াছে ছাব্বিশ শতাংশ কম। রোগ কমে নাই, কিন্তু স্বাস্থ্যকর্মীরা কোভিড নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত হইয়া পড়িবার জন্য যক্ষ্মার পরীক্ষা কমিয়াছে। যাহা বস্তুত কোভিড হইতে মৃত্যুহার বাড়াইয়া দিতে পারে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক ইহাও মনে করাইয়াছে যে, যক্ষ্মা রোগীর যে-সকল আনুষঙ্গিক উপসর্গ সাধারণত দেখা যায়, যথা অপুষ্টি, ধূমপান, কিংবা এইচআইভি সংক্রমণ, সেইগুলিও কোভিড রোগীকে বিপন্ন করিবে। তেমনই, ডায়াবিটিস বা মধুমেহ রোগের উপস্থিতি কোভিড রোগীর অসুস্থতা গুরুতর হইয়া উঠিবার একটি প্রধান কারণ।

অচিকিৎসিত রোগের বিপুল বোঝা যে ঝুঁকি বাড়াইতেছে, সে তথ্য নূতন নহে। রক্তাল্পতা ও অপুষ্টির এক নীরব মহামারি নিরন্তর চলিতেছে। তদুপরি রহিয়াছে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা। গত বৎসরও ২৪ লক্ষ যক্ষ্মারোগী মিলিয়াছে, যাহার ৯০ শতাংশ নূতন সংক্রমণ। যক্ষ্মা নির্মূল করিবার লক্ষ্য হইতে ভারত বহু দূরে। সংক্রমণ বা নিরাময়ের সম্পূর্ণ চিত্রও সরকারের কাছে নাই, কারণ অনেকের চিকিৎসা হইতেছে বেসরকারি ক্ষেত্রে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের তথ্য নথিভুক্ত নহে। বৎসরে এখনও সাড়ে চার লক্ষ মৃত্যু ঘটিতেছে যক্ষ্মায়। ডায়াবিটিসও দ্রুত হারে বাড়িয়াছে, ভারতের ৭.৭ কোটি মানুষ আক্রান্ত, বিশ্বে প্রতি ছয় জন রোগীর এক জন ভারতীয়। ইহার অর্থ, এই দুইটি প্রধান রোগ, যাহা অন্য বহু রোগের সম্ভাবনা বাড়াইয়া দেয়, এবং প্রাণের ঝুঁকিও বাড়াইয়া দেয়, ভারতে অপ্রতিহত।

কৃষি বিলের প্রতিবাদে শুক্রবার সন্ধ্যায় বাম সমাবেশ

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কৃষি বিলের প্রতিবাদে শুক্রবার বাম ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য গণসংগঠন ধর্মতলার লেনিন মূর্তির সামনে জমায়েত করবে।যে ১৬টি দলের নেতা-কর্মীরা সমবেত হবেন, তারা হল সিপিএম, সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি, সিপিআই (এমএল) লিবারেশন, আরসিপিআই, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক, ওয়ার্কার্স পার্টি, ভারতীয় বলশেভিক পার্টি, পিডিএস, সিপিআই(এমএল), সিআরএলআই, সিপিবি, এনসিপি, আরজেডি, এলজেডি।সমবেতরা মিছিলের আহবানও করেছে। তাকে ১৬ দলের পক্ষ থেকে সমর্থন করা হয়েছে এবং এই কর্মসূচীতেও ১৬ দল সামিল হবে। ১৬টি বামপন্থী ও সহযোগী দলের পক্ষ থেকে বিমান বসু বলেন, সংসদীয় রীতিনীতিকে ধ্বংস করে সংসদের অভ্যন্তরে কৃষি সংক্রান্ত তিনটি বিল পাসের ফলে কৃষক ফসলের এখনও যেটুকু দাম পেতে পারতেন তা হরণ করা হবে। একইসঙ্গে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন হিসাবে যা ছিল তা রদ করায় দাম নির্ধারণের দন্ডমুন্ডের কর্তা হবেন বড় বড় কর্পোরেট ও ব্যবসায়ী মহল। ফলে কৃষকদের কর্পোরেটের ধার্য্য করা দামের ওপরে নির্ভর করতে হবে, এবং কৃষকের অভাবী বিক্রয় আরও বাড়বে।

চাকরি দেওয়ার নাম করে তরুণীর সঙ্গে প্রতারণা, পুত্র সহ গ্রেফতার পুলিশকর্মী

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট থানার কর্মী বিলাস দত্ত ও তাঁর ছেলে শোভরাজ দত্তকে প্রতারণার দায়ে পুলিশ গ্রেফতার করল। চাকুরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগ আনা হয়েছে কলকাতা পুলিশের ধৃত কর্মীর বিরুদ্ধে। বর্ধমানের খণ্ডঘোষে তিনি করেছেন এই প্রতারণা। এর জেরে শুক্রবার সপুত্র গ্রেফতার হলেন।

আদালতে ধৃত দুজনকে তোলা হলে বিচারপতি তাঁদের ৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।ধৃতদের বাড়ি খণ্ডঘোষ থানার বড় গোপীনাথপুরে।বিলাস পুলিশের গাড়িচালক। বর্তমানে কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট থানায় কর্মরত। স্থানীয় বাজারে তোড়কোনায় একটি চাকরির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে কলকাতা পুলিশের এই কর্মীর। মূলত, তাঁর ছেলেই চালান এই কেন্দ্রটি। সূত্রের খবর, সম্প্রতি রায়না থানার বাসিন্দা এক তরুণী থানায় একটি অভিযোগে জানান, সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য তিনি তোড়কোনায় বিলাস দত্ত ও তার ছেলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছিলেন। ভর্তির ফি বাবদ তাঁর কাছ থেকে ৩০,০০০ টাকা এবং তাঁর ডিগ্রির সমস্ত শংসাপত্রের আসল নথি জমা নেয় সংস্থাটি। বিলাস নিজেকে বড় পুলিশ অফিসার বলেই পরিচয় দিয়েছিলেন। পাশাপাশি, উপর মহলে যোগাযোগ থাকার কারণে ওই তরুণীকে সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাসও দেন তিনি। কিন্তু কিছুদিন বাদেই ওই তরুণী বুঝতে পারেন সবটাই ভুয়ো। সেই সময় তাঁকে শোভরাজের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির জন্য জোর করা হয়। কিন্তু তিনি তা না করে সব শংসাপত্র ফেরত চান। এরপরেই বিলাস ও তাঁর ছেলে ৫ লক্ষ টাকা দাবি করেন ওই তরুণীর কাছে।পুলিশ ধৃতদের জেরা করে জানতে চাইছে এরকম কতজনের কাছ থেকে তারা টাকা নিয়েছে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

এসপি বালাসুব্রহ্মন্যমের প্রয়ানে শোক বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি স): ইতিমধ্যেই করোনা থাবা বসিয়েছে সঙ্গীত মহলে। বেশ কিছুদিন আগেই করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন বর্ষিয়ান সঙ্গীত শিল্পী এসপি বালাসুব্রহ্মন্যম। ভর্তি ছিলেন হাসপাতালে। করোনামুক্ত হলেও অবশেষে হার মানলেন সঙ্গীত শিল্পী। শুক্রবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন এসপি বালাসুব্রহ্মন্যম। প্রয়াণে শোকবার্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। টুইট করে শোক বার্তা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, " সঙ্গীতের সত্যিকারের কিংবদন্তি। এসপি বালাসুব্রহ্মন্যমের মৃত্যুর খবর শুনে শোকাহত। তাঁর সোনার কণ্ঠ প্রজন্ম ধরে স্মরণ করা হবে। তাঁর পরিবার,সঙ্গীত জগতের অনেক প্রশংসক এবং সহকর্মীদের প্রতি সমবেদনা জানাই "। বালাসুব্রহ্মন্যম হিন্দি, তামিল, তেলেগু, কন্নড় ও মালায়ালাম ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে অত্যন্ত জনপ্রিয়। কিন্তু এরই মাঝে গত ৫ আগস্ট হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন সংগীতশিল্পী। হাসপাতাল সূত্রের খবর, ১৩ আগস্ট রাত থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। চেন্নাইয়ের এমজিএম হেলথকেয়ারে ভর্তি ছিলেন বালসুব্রহ্মণ্যম। একটা সময় অবস্থার সামান্য উন্নতি হওয়ায় তাঁর প্লাজমা থেরাপি ও ফিজিওথেরাপি হয়।এরপর করোনা মুক্ত হলেও তাঁকে ভেন্টিলেটর থেকে বার করা যায়নি, তাঁর ছেলে এস পি চরণ ১৯ তারিখ জানান, তাঁর বাবা মুখে খাবার নিতে পারছেন। এতে তিনি হৃত শক্তি ফিরে পাবেন, অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গও ভালভাবে কাজ করবে বলে তাঁদের আশা ছিল।গতকাল হাসপাতাল জানিয়ে দেয়, তাঁর অবস্থা "এক্সট্রিমলি ক্রিটিকাল"। আর শেষ রক্ষা হল না। আজ শুক্রবার দুপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন এসপি বালাসুব্রহ্মন্যম। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। ৪০,০০০ গান রেকর্ড করেছেন বালাসুব্রহ্মণ্যম। হিন্দি তো বটেই, গেয়েছেন বাংলা, কন্নড়, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম ভাষায়। সেরা গায়ক হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার, ২০১১-য় পেয়েছেন পদ্মশ্রী।

ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' শব্দ দু'টির উদ্ভাবক হলেন ইউসুফ মেহেরালি

আনন্দ মুখোপাধ্যায়

ভারতের প্রথম সারির স্বাধীনতা সংগ্রামী, গণতান্ত্রিক সমাজবাদি ধারার অনুসারী, গত শতাব্দীর তিরিশের দশকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির অন্যতম রূপকার, তৎকালীন বোম্বাইয়ের তরুণতম সমাজবাদী ও বোম্বাই (অধুনা মুম্বই) কর্পোরেশনের তদানীন্তন মেয়র ইউসুফ মেহেরালির সংগ্রামী জীবন বর্তমান তরুণ প্রজন্মের কাছে অজানা। ব্রাহ্মণ্যবাদ ও মোল্লাতন্ত্র উভয় সম্প্রদায়গত আদর্শ ও মৌলবাদী চিন্তাধারার ঊর্ধ্বে উঠে আজীবন মানবতাবাদেরই জয়গান গেয়েছেন এই দেশপ্রেমিক ব্যক্তিটি।

বোম্বাইয়ের বর্ধিষ্ণু কাচ্ছি খোজা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ইয়ুসুফ মেহেরালি ১৯০৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর। ১৯২৫ সালে এলফিস্টন কলেজ থেকে বি এ পাশ, পরে গভর্নমেন্ট ল' কলেজ থেকে আইন পরীক্ষায় স্নাতক হন। বোম্বে শহরের ছাত্র আন্দোলন ও যুব লিগের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন তিনি। এবং যুব লিগের সম্পাদকও নির্বাচিত হন। এদিকে ছাত্র সমাজের মধ্যে জীবনভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা এই লড়াকু তরুণের প্রগতিশীল কাজকর্মের জন্য তৎকালন বোম্বাই হাইকোর্ট মেহেরালিকে আইনজীবী পেশার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনুমোদনদিতে অস্বীকার করে। তাঁর সম্পর্কে জননেত্রী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় একদা মন্তব্য করেছিলেন, তিনি বিপজ্জনকভাবে জীবনধারণ করেন' লিভস্ ডেনজারস্লি।

আজীবন সমাজাতান্ত্রি ভাবধারার একনিষ্ঠ সমর্থক ইউসুফ মেহেরালি সমস্ত ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে মানব ধর্মকেই স্থান দিয়েছেন। জীবনের প্রতিটি পদে যে দর্শনকে তিনি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন, তা হল সর্বভূতে সমভাব। মানবতাবাদ ও সমন্বয়বাদের অনুরাগী এই মানুষটি বিশ্বাস করতেন খিদমত ই-খালকে, খিদমত ই-খুদা প্রবচনটিতে , যার অর্থ মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। বিভিন্ন প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও আলোচনা সভায় সম্প্রদায়গত আদর্শের উধেব উঠে তিনি সমন্বয়বাদী মানবধর্মের কথাই বলেছেন মুক্ত কণ্ঠে। জাতিপ্রথা, বর্ণপ্রথা, ধর্মীয় আচার আচরণ এমনকি কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় পদ্ধতিতে আদৌ বিশ্বাস ছিল না তাঁর। সব আচার ও নিয়মবিধির ওপরে তিনি মানুষের অস্তিত্বকেই ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ বলে মনে করতেন।

বোম্বাই শহরের গ্রান্ড রোড রেলওয়ে স্টেশনের কাছে সাইমন কমিশন বিরোধী বিক্ষোভ দেখানোর সময় যুবলিগের সমর্থকদের ওপর ব্রিটিশ পুলিশ নির্বিচারে লাঠি চালালে গুরুতর আহত হয়েও মেহেরালি শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত চিৎকার করতে থাকেন---সাইমন গো ব্যাক। ১৯৩০ সালে গণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ ও ১৯৩৮ সালে কাচ্ছি প্রজাকিয়া পরিষদ-এর সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর কচ্ছ অঞ্চলের অত্যাচারী দেশীয় রাজাদের বিরুদ্ধেও জোরদার গণ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তিনি। পাঞ্জাবে সমাজবাদী

> কৃষক- শ্রমিক -ছাত্র যুব সহ সমস্ত আন্দোলনেই প্রত্যক্ষরূপে অংশগ্রহণকারী ইউসুফ মেহেরালি একদা বলেছিলেন, 'আমি কুৎসিত কদাচারকে ঘৃণা করি, এই কারণেই আমি সমাজবাদী। আমার সমাজবাদের ভিত্তি হল নৈকিতা ও সৌন্দর্যবোধ, অর্থনৈতিক নয়'। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ গ্রেফতার হলে মেহেরালি গুপ্ত সমিতিগুলির মাধ্যমে গণ আন্দোলনকে সংগঠিত করার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের স্লোগান হবে 'ভারত ছাড়ো', এই শব্দ দু'টির উদ্ভাবক স্বয়ং তিনি।

আন্দোলনকে শক্তিশালী করা ও সেখানকার সোশ্যালিস্ট পার্টিকে নিখিল ভারত সোশ্যালিস্ট পার্টির শাখা হিসেবে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করানোর পিছনেও তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। এমনকি ১৯৪১ সালে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গ্রেফতারের পর সেখানে গিয়ে সোশ্যালিস্ট পার্টির কাজকর্ম ও সংগঠন সামলেছিলেন তিনি।

এ ট্রিপ টু পাকিস্তান গ্রন্থের প্রণেতা মেহেরালি ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি (এসএপি) গড়ার কাজেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে লাহোরে গ্রেফতার হওয়া মেহেরালিকে জেলে ইউসুফ মেহেরালি বলেছিলেন, আমি কুৎসিত কদাচারকে ঘৃণা করি, এই কারণেই আমি সমাজবাদী। আমার সমাজবাদের বিত্তি হল নৈতিকতা ও সৌন্দর্যবোধ, অর্থনৈতিক নয়। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ গ্রেফতার হলে মেহেরালি গুপ্ত সমিতিগুলির মাধ্যমে গণ আন্দোলনকে সংগঠিত করার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের স্লোগান হবে ভারত ছাড়ো এই শব্দ দু'টির উদ্ভাবকও স্বয়ং তিনি। বিশিষ্ট সমাজতন্ত্রী নেতা অচ্যুত পটবর্ধন মনে করতেন, মূলত মেহেরালির জন্যই ভারত ছাড়ো আন্দোলনে কংগ্রেস সোশ্যালিস্টদের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সংকীণ ধর্মীয় আচরণের ঊর্ধ্বে উঠে ইউসুফ মেহেরালি আজীবন অন্তিম যাত্রার সময় নিজের সম্প্রদায়ের মানুষজনই মৃতের প্রতি সংবেদনশীল ও মানবিক আচরণের বদলে বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। হয়তো নিছক সংকীর্ণতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণেই। সমাজচেতনায় তিনি সময়ের চেয়ে এতটাই এগিয়েছিলেন যে সাধাণর মানুষ তা স্বাভাবিভাকে গ্রহণ করতে পারেনি। জীবনের শেষ যাত্রায় তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন সতীর্থ রামমনোহর লোহিয়া, অচ্যুত পটবর্ধন জয়প্রকাশ নারায়ণ, অশোক মেহেতা প্রমুখ দিকপাল রাজনীতিকরা।

মার্কসবাদ ও সমাজবাদের চেনা গণ্ডি থেকে কিছুটা সরে এসে সৌন্দর্যতাবোধ ও নৈতিকতাকেই প্রকৃত সমাজবাদের পথ বলে মনে করতেন তিনি। অন্যদিকে, চিরাচরিত ধর্ম সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ ভুলে সমন্বয়বাদ ও মানবতাবাদের আদর্শকে নিয়ে আজীবন সত্যানুসন্ধান চালিয়েছেন মেহেরালি। তিনি যে উদারপন্থী চিন্তাভাবনা পোষণ করতেন, তা ছিল তৎকালীন সমাজে বৈপ্লবিক, সমসাময়িক সমাজ ও রীতিনীতির ঘেরাটোপ থেকে তিনি ছিলেন অনেক বেশি আধুনিকমনস্ক ও প্রগতিশীল। সদ্য হাস্যময় ইউসুফ মেহেরালি সম্পর্কে ড. জাকির হোসেন বলেছিলেন, মানুষের দুঃখে ব্যথা বেদনা ইউসুফ মেহেরালিকে গভীরভাবে নাড়া দিত। তিনি চাইতেন প্রেম, ভালোবাসা ও সুন্দরের সাধনার মাধ্যমে তাদের দুঃখ লাঘব করতে। কলকারখানা অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার মধ্যে মানুষকে সংগঠিত করতে পারলেই যে সমাজতন্ত্র আসবে, এমন বিশ্বাস তাঁর ছিল না। ১৯৫০ সালের ২ জুলাই মাত্র ৪৭ বছর বয়সে এই মানবতাবাদী দেশপ্রেমিকের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে যখন আজ সমগ্র দেশ জ্বলছে, এমন সন্ধিক্ষণে এই মানবতাবাদীর আদর্শকে স্মরণ করে আমরা বোধহয় সামান্য হলেও অবলম্বন করতে পারি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ধ্বনিভোটে কৃষিতেও কর্পোরেট পুঁজি

শোভনলাল চক্রবর্তী

রাজ্যসভার পাশ হয়ে গেল কৃষিপণ্য লেনদেন ও বাণিজ্য উন্নয়ন বিল এবং কৃষিপণ্যের দামে সুরক্ষা ও কৃষক ক্ষমতায়ন এবং চুক্তি চাষ সংক্রান্ত বিল। প্রথম বিল মোতাবেক সরকার নিয়ন্ত্রিত কৃষিপণ্য বিক্রয় কেন্দ্রে বাইরেও চাষিরা তাঁদের শস্য অন্য কোনো সংস্থাকে বক্রিয় করতে পারবেন, আর পরের বিল মোতাবেক পাওয়া যাবে চাষি ও ক্রেতার মধ্য চুক্তিভিক্তিক চাষের ছাড়পত্র। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এ এক ভারতীয় কৃষির ইতিহাসে মোড় ঘোরানো অধ্যায়। এ কথা ঠিক। মোড় ঘোরানোই বটে। তবে ব্যাপারটা হল এই যে, এই মোড় ঘুরিয়ে ভারতীয় কর্পোরেট নামক হাঙ্গুরের মুখের সামনে আর কৃষকদের নীল চাষি বানিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল। কেন? কারণ ২২টি কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) দেয় সরকার। রাজ্য নিয়ন্ত্রিত মাণ্ডিত সরকার নির্ধারিত এই দামে কৃষিপণ্য বিক্রি করতে পারেন চাষিরা। এর ফলে চাষে ক্ষতি হলে বা অতি উৎপাদনে বাজার দাম কমলেও সরকার নির্ধারিত নিশ্চিত মূল্য পান চাষিরা। সরকার কিন্তু বলছেন যে এমএসপি বাতিল হচ্ছে না। কিন্তু চাষিরা টের পেয়ে গেছেন যে সরকার মিথ্যাচারে অভ্যস্ত। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন ২০২২ -এর মধ্যে চাষিদের আয় দ্বিগুণ করবেন। কোথায় কী। ফলে প্রতিশ্রুতির ব্যাপার সরকারের আর কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা নেই, চাষিরা তাই আর সরকারকে ভরসা করছেন না। চাষিদের আশঙ্কা বোঝার জন্য এটা বোঝাই যথেষ্ট যে সরকারের তবু ভোট পাওয়ার দায়বদ্ধতা রয়েছে, কিন্তু বড় কর্পোরেট সংস্থার তা নেই। ফলে উৎপাদনে ক্ষতি হলে বা বাজার দাম কম থাকলেও সরকার যথাযথ সহায়ক মূল্য দেয়। কিন্তু বাজারকে উন্মুক্ত করে দিলে দর কষাকষির ওপরই দাম নির্ভর করবে। আর বড় কর্পোরেট সংস্থার সঙ্গে গ্রামের ছোট চাষিদের দর কষাকষির ক্ষমতা সামান্য। যাঁর কাছে কম দাম পাবে, কর্পোরেট সংস্থা তার থেকে কিনবে, বাকিরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এই সরকারের নীতি হল চোরকে বলা চুরি করতে, আর গৃহস্থকে বলা সাবধান হতে। তাই বেসরকারি সংস্থা কৃষিপণ্যের বাজারে ঢুকলে সরকার যে ধাপে ধাপে এমএসপি তুলে দিতে পারে, সে সম্ভাবনা প্রবল। কালে কালে কৃষক মাণ্ডি ব্যবস্থাও বিলুপ্ত হবে। অধিকাংশ চাষিরই শস্য হিমঘরে মজুত রাখার সামর্থ্য নেই, ফলে তখন কর্পোরেট সংস্থা যে দামই দিক চাষিরা বেচতে বাধ্য থাকবেন। চুক্তিভিত্তিক চাষ মানেই শোষণের আঁতুড়ঘর । এবার আবার ভারতবর্ষের বুকে নেমে আসবে নীল চাষের মতোই কৃষক শোষণ। রাজনাথ সিংহ বলেছিলেন, তিনি নিজে কৃষক, ফলে সরকার কৃষকদের স্বার্থবিরোধী কিছু করতে পারে না। রাজনাথ সিংহ কি বুকে হাত দিয়ে পলতে পারবেন যে এই চেয়ারম্যান হরিবংশ সিং বিরোধীদের দাবি নাকট করে দেন, এবং ধ্বনিভোটে বিলটি কার্যত পিছনের দরজা দিয়ে পাশ করিয়ে দেন। বি জে পি'র হরিবংশ বুঝোছিলেন যে যদি বিভিশন বা বোতাম টিপে ভোটাভুটি হয় তবে সরকার বিপাকে পড়বেন। কারণ সরকার ঘনিষ্ঠ বিজেড, টিআরএ এবং অকালি দল সরকারের অবস্থান সেই কোনো প্রশ্ন নয়, নো কোয়েশ্চেনস (জটায়ু সোনার কেল্লা)। পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে আলোচনা নেই, এমনকী কতজন শ্রমিক এই পরিস্থিতিতে মারা গিয়েছেন তা সরকার জানে না। ওদিকে ভারতীয় কুকুরদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কাছে সব তথ্য হাজির । মন কি বাত এ প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে সবিস্তারে তা জানিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, পরিযায়ী শ্রমিক কি আপনার কাছে কুকুরে চেয়েও অধম? আপনি বলেছেন, সংখ্যালঘুর মৃত্যু আপনার বুকে গাড়ি চাপা পড়া কুকুরছানার বেদনা জাগায়। এটা জেনে ভালো লাগলে যে সংখ্যালঘুরা অন্তত আপনার কাছে কুকুরের মর্যাদা পেল। কিন্তু পরিযায়ীরা তাও নয়। লাদাখের সীমান্ত নিয়ে সংসদে অবশেষে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের উল্টো বক্তব্য রেখেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এতে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পকে বিভ্রান্তি বাড়ল না কমল, সেটাই বড় প্রশ্ন। সরকার কোন ব্যাপারে কী বললেন তার চেয়েও গুরুত্বপূণঅ সরকারের মানসিকতা। গণতন্ত্রের ধর্মে দীক্ষিত হতে গেলে সরকারের শাসক হিসেবে প্রথম ও শেষ দায়িত্ব বিরোধী মত শোনার ও তার যথাযথ উত্তর দেওয়ার আন্তরিক চেষ্টা। সংসদ ভবন সেই মত আদানপ্রদানের শ্রেষ্ঠ পরিসর। এই ধর্ম থেকে ক্রমাগত বিচ্যুতিই যদি শাসকের ধর্ম হয়, তবে সংসদ ভবনে ঢোকার মুখে প্রধানমন্ত্রী যখন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছিলেন, তখন অনেকেই বলেছিলেন অতি ভক্তর লক্ষণটা ভালো নয়। নেহরু থেকে অটলবিহারী হয়ে মনমোহন পর্যন্ত কাউকেই এইভাবে সিঁড়িতে শুয়ে পড়তে হয়নি কারণ সংসদের মহিমা তার হট কাঠ পাথরে নেই, রয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্রে অনুশীলনের মধ্যে। এই অনুশীলনে অর্থাৎ আলোচনার মাধ্যমে চালিত শাসনে, প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সাঙ্গাপাঙ্গদের যে সামান্যতম শ্রদ্ধাটুকু নেই তা আজ সারা দেশের জানা হয়ে গেছে। সংসদের ভিতরে ও বাইরে কোথাও এঁরা আলোচনা তোয়াক্কা করেন না, আলোচনার নামে তাঁরা একতরফা বাণী বিতরণ করেন। ভেবে দেখন জাতীয় শিক্ষানীতর মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল এঁরা পেশ করলেন সংসদ এড়িয়ে। প্রশ্ন না শোনার এবং উত্তর না দেওয়ায় ভগীরথ স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী, যিনি দেশের মাটিতে ছয় বছরে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেছেন, যেখানে তিনি নিজে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেননি। তাই বলতে ইচ্ছা হয়, সংসদ ভবন খুলে রাখার নাটক কেন? প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাড়ির সিঁড়িতে রোজ একবার করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেই গণতন্ত্রের দেবী তুষ্ঠ থাকবেন। বারত কৃষিপ্রধান দেশ, কৃষক প্রধান দেশ, শহরের বহু মানুষের রয়েছে দেশের বাড়িতে জমিজমা, সেখানে আজও চাষবাস হয়। এই কৃষি বিল সংখ্যার বিচারে এক বিপুল জনসংখ্যাকে প্রভাবিত করবে।কৃষকরা এই বিলসহজে মেনে নেবেন না। সাধারণ মানুষও পথে নামবেন কৃষকদের হয়ে। মজদুর সংগঠনগুলি প্রতিবাদে সামিল হবেন বলে জানিয়েছে। বীমরুলের চাকে ঢিল মেরেছে সরকার, সেটা বোঝার ক্ষমতা কি এই সরকারের রয়েছে। এটা কিন্তু শাহিনবাগ নয়, যে গোলি ঠোক দো..... কো বলে পার পেয়ে যাওয়া যাবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার টিকেএসপি কৃষি বিলের প্রতিবাদ করে আগরতলায়। ছবি- নিজস্ব।

কাজিরঙায় গ্রেফতার গণ্ডারের খড়্গ বিক্রির সঙ্গে জড়িত চার চোরা কারবারি

কাজিরঙা (অসম), ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানে গণ্ডারের খড়্গ বিক্রির সঙ্গে জড়িত চার চোরাকারবারিকে গ্রেফতার করেছে বোকাখাত থানার পুলিশ। ধৃতদের যথাক্রমে রামেশ্বর চিংনা, কাজিরঙার বড়বিল মিসিং গ্রামের যুবক ধনপুর কার্ডং, ইংলেং পথারের হরিরাম ইংতি এবং কারবি আংলং জেলার অন্তর্গত রঙাগড়ার বিমান টার বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।গোপন সূত্রের প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে কাজিরঙার ডিএফও রমেশ কুমারের নেতৃত্বে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশের দল গণ্ডারের খড়্গের চোরাকারবিরাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। ওই অভিযানে জাতীয় উদ্যানের কাছে ইংলেং খেত থেকে গণ্ডারের খড়্গের চোরা কারবারের সঙ্গে জড়িত চার যুবককে ধরা হয়েছে। ওই চারজনের মধ্যে একজন রামেশ্বর চিংনা। জানা গেছে, তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছিল।

এ সম্পর্কে কাজিরঙার ডিএফও রমেশ কুমার জানিয়েছেন, গণ্ডারের এক টুকরো খড়্গের চোরাই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত রয়েছে ধৃত চার যুবক। বন আধিকারিক রমেশ কুমার জানান, ধনপুরের কার্ডং নামের যুবকটি গণ্ডারের খড়্গের এক টুকরো রামেশ্বর চিংনাকে দিয়েছিল। জেরায় জানা গেছে, ওরা কয়েকজন মিলে গণ্ডারের খড়্গটি বিক্রির চেষ্টা করছিল। ডিফুতে কোনও একজনের হাতে খড়্গটি দিয়েছে বলে জেরায় স্বীকার করেছে তারা। ধৃতদের বোকাখাত থানায় রেখে আরও তথ্য বের করতে নিরন্তর জেরা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

করোনায় আক্রান্ত সুইডিশ ফুটবলার ইব্রাহিমোভিচ

স্টকহোম, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন সুইডিশ ফুটবলার জাতান ইব্রাহিমোভিচ। বৃহস্পতিবার এসি মিলান সুইডেন জাতীয় দলের এই ফুটবলারের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে। ইউরোপা লিগের ম্যাচ খেলতে মাঠে নামার ঠিক আগেই ইব্রাহিমোভিচের এমন দুঃসংবাদে চিন্তিত ইতালির ক্লাবটি।

এক বিবৃতিতে এসি মিলান জানায়, ইব্রাহিমোভিচ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি এখন নিজ বাড়িতেই কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। ইব্রাহিমোভিচ ছাড়া এসি মিলানের বাকি সব ফুটবলার এবং সাপোর্টিং স্টাফদের করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

গত সোমবার সিরি-এ লিগের প্রথম ম্যাচে বোলোগনার বিপক্ষে ইব্রাহিমোভিচের জোড়া গোলেই জয় পেয়েছিল এসি মিলান। সেই ম্যাচ শেষে ইব্রাহিমোভিচ বলেছিলেন, আমাদের আরও বেশি গোল করার সুযোগ ছিল, আমার বয়স যদি এখন বিশ বছর হত আরও গোল পেতাম। তবে আমি দলের জয়ে খুশি। এ তারকা স্ট্রাইকার করোনা আক্রান্ত হওয়ায় অন্তত লিগের আগামী দুই ম্যাচে সার্ভিস পাবে না এসি মিলান।স্বাভাবিকভাবেই এমন দুঃসংবাদে চিন্তিত ইতালির ক্লাবটি।—হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

বিশেষ সফরে পশ্চিমবঙ্গের স্বয়ংসেবকদের আত্মনির্ভর ভারত গঠনের দিশা দেখালেন মোহন ভাগবত

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দুইদিনের সফর সেরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রওনা দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। করোনা পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিশেষ সফরে কলকাতা আসেন মোহন ভাগবত। এর পর গত দু'দিন সঙ্ঘের দক্ষিণপ্রান্তের সদর দফতর কলকাতার কেশব ভবনে কার্যকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় করোনা পরবর্তী সময়ে আত্মনির্ভর ভারত গঠনের দিশাদেখান সঙ্ঘ প্রধান।

সঙ্ঘের প্রচার বিভাগের খবর অনুযায়ী, এর আগে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত করোনা পরিস্থিতি লকডাউন ও আর্থ-সামাজিক সমস্যা নিয়ে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ও শুভানুধ্যায়ীদের সেবা কাজের দিক নির্দেশ করেছিলেন। একই সঙ্গে এই সঙ্কটময় পরিস্থিতি সামলে আত্মনির্ভর ভারত গঠনেরও আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। এবারের সফরে সেই বিষয়গুলি নিয়েই দিক নির্দেশ করেন সরসঙ্ঘচালক। দুদিন ধরে চলা বৈঠকে তা নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা হয়।

এছাড়া করোনাকালের শুরু থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ যে বিভিন্ন সেবাকাজ করে চলেছে, তা সে ত্রাণ দেওয়া হোক বা পীড়িতদের ওষুধ দেওয়া তা জারি রাখার আদেশ দেন। সেই সঙ্গে এই কাজ যাতে আরও বিস্তারিতভাবে করা যায় তারও পরামর্শ দেন সরসঙ্ঘচালক।

পাশাপাশি এই সফরে সঙ্ঘের ভাবাদর্শের এবং জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলিরও খোঁজ খবর নেন। এর পর তাঁর পূর্ব সূচি অনুযায়ী আজ তিনি কলকাতা থেকে ওড়িশার উদ্দেশ্যে রওনা হন ।

নিবার কামরূপ মেট্রোয় ড্রাই ডে, জেলাশাসকের বিজ্ঞপ্তি জারি

গুয়াহাটি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আগামীকাল অর্থাৎ শনিবার মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কামরূপ মহানগর (মেট্রো) জেলায় ড্রাই ডে ঘোষণা করে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসন। জেলাশাসক বিশ্বজিৎ পেগুর জারিকৃত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, শনিবার গুয়াহাটি মহানগরের সমস্ত মদের দোকান বন্ধ রাখতে হবে। শুধু তা-ই নয়, এদিন বিলাতি মদের দোকানের পাশাপাশি দেশি মদের দোকান, পানশালা বা বার, পাইকারি দোকান, গুদাম, সমস্ত কিছু বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক। তবে ক্লাব বা হোটেলগুলো খোলা রাখা যাবে বলে জানানো হয়েছে। জেলাশাসক বিশ্বজিৎ পেগু বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, এই নির্দেশিকা অমান্য হলে আইন অনুযায়ী কড়া শাস্তির সম্মুখিন হতে হবে সংশ্লিষ্টদের।

ছুরি নিয়ে হামলা "শার্লি এবদো'-এর পুরনো অফিসের কাছে, আহত ৪ জন

প্যারিস, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফের ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার মুখে ফ্রান্সের বিখ্যাত ব্যঙ্গ পত্রিকা "শার্লি এবদো'। শুক্রবার পূর্ব প্যারিসে এই বিখ্যাত সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনের পুরনো অফিসের কাছে ছুরি নিয়ে হামলা চালায় আততায়ীরা। যার জেরে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৪ জন। পুলিশ সূত্রে খবর, এর মধ্যে দুজনের আঘাত রীতিমতো গুরুতর।

হামলার পরই শার্লি এবদোর দফতর সংলগ্ন রিচার্ড লেওনয়ের সাবওয়ে স্টেশন চত্বরও পুলিশি নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হয় এই হামলার পিছনে রয়েছে দুজন আততায়ী। যদিও পরে জানা যায় নেপথ্যে রয়েছে একজনেরই হাতে। তাকে ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি ব্লেডও পাওয়া গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ফ্রান্সের একটি রেডিয়োকে উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, আরও এক সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিতর্কিত কার্টুন ছাপার জেরে ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে উগ্রপন্থী ইসলামি বন্দুকবাজের দল হানা দিয়েছিল প্যারিসে শার্লি এবদো-র দফতরে। সেই ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার কবলে পড়ে মারা গিয়েছিলেন ফ্রান্সের বিশিষ্ট কার্টুনিস্ট-সহ ১২ জন। ইসলাম ধর্ম প্রচারক হজরত মহম্মদের বিতর্কিত কার্টুন ছাপার অভিযোগে ওই হামলা চালানো হয় বলে জানা যায়। সেই সময় পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় দুই আততায়ী সৈয়দ ও শেরিফ কুয়াচ্চির। পাশাপাশি ঘটনায় অভিযুক্ত আরও ১৪ জনের বিচার শুরু হয়েছে সাম্প্রতিক কালে। এদিনের ঘটনার পিছনে ৫ বছরের পুরনো ঘটনার রেশ আছে কিনা তা জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে, সন্ত্রাসীদের কাছে মাথা নত না করে হজরত মহম্মদের বিতর্কিত কার্টুন ফের ছাপবে বলে চলতি মাসের শুরুতেই জানায় "শার্লি এবদো"। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা এই সিদ্ধান্ত থেকেই ফের চটে গিয়ে থাকতে পারে উগ্রপন্থীরা।—হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

গোয়ালতোড়ে জঙ্গলের মধ্যে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার ৩০টি বন্দুক ও চিনের বাক্স

গোয়ালতোড়,২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে পড়ল সারি সারি রাইফেল, সঙ্গে তার ও চিনের বাক্স। একটি দুটি নয় কম করে ৩০টি ওয়ান শাটার, টু শাটার বেরোল মাটির তলা থেকে। শুক্রবার এই ঘটনা ঘটে গোয়ালতোরে উলখা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি জঙ্গলের মধ্যে। উখলা গ্রাম লাগোয়া জঙ্গলে জেসিবি দিয়ে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার হয় প্রায় ৩০টি বন্দুক, টিফিন কৌটো ও ইলেকট্রিকের তার। বন্দুকগুলি কম্বলে মুড়ে পলিথিনের বস্তায় মাটির নিচে চাপা ছিল। গভীর জঙ্গলে এত বিপুল পরিমাণ অস্ত্র কারা মজুত করে রেখেছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সূত্রের খবর, সম্প্রতি এই এলাকায় এক মাওবাদী নেতা গ্রেফতার হওয়ার পর এই তথ্য পুলিশের হাতে আসে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই এই খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়েই এই বন্দুক উদ্ধার হয়।

এই নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়ে গিয়েছে। সিপিএম, তৃণমূল ও বিজেপি একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে। তৃণমূল নেতা সৌগত রায় দাবি করেছেন, এটা সিপিএমের কাজ। কারণ, গোয়ালতোড়ের মতো এলাকায় সিপিএমের দৌরাত্ম্য ছিল সর্বজনবিদিত। সেই সময়ই এই কাজ করা হয়েছে। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'তৃণমূল এভাবে মিথ্যে বলে পার পাবে না। পাপ বাপকেও ছাড়ে না। যদি সিপিএমই রেখে থাকে, তাহলে গত ১০ বছর এগুলি বেরোয়নি কেন। সেখানকার নেতা তো এখন তৃণমূলের দালাল হয়েছেন।' অন্যদিকে, বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'এগুলো সব তৃণমূলের কারসাজি। এর তদন্ত হওয়া দরকার। মাওবাদী, সিপিএম না তৃণমূল কে এই বন্দুক রেখেছে, তা জানা প্রয়োজন। তাহলেই সব সত্য সামনে আসবে।' হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৩১৯০ জন

কলকাতা, ২৫সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রাজ্যে কমল দৈনিক সুস্থতা। অন্যদিকে একইদিনে রাজ্যে ও কলকাতায় কমেছে দৈনিক মৃত্যু। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল ৫৯ জনের। গতকাল এই সংখ্যাটা ছিল ৬২। এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় কলকাতায় মারা গেছেন ৬ জন। গতকাল কলকাতায় মৃত্যু হয়েছিল ১৪ জনের। এদিকে রাজ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩১৯০ জন। গত এক দিনে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২৯৭৪জন। এদিন সুস্থতার হার ৮৭.৫৪ শতাংশ। তাই রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৫,৩৭৪জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২লাখ ৪১হাজার ৫৯জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ২লাখ ১১হাজার ২০জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৪৬৬৫জনের। শুক্রবার রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী জানানো হয়েছে এমনটাই।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা ৬৯২ টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩হাজার ১৪৮টি। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫১৬ জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৪৬, ৬৮৯জন। এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৬৩৯জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪৮২০জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। ওই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৮৫জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৪৪৪জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪৩ হাজার ৮১৫টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৩০লাখ ১১হাজার ৭৫৪টি। এখন রাজ্যে ৮০টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

ফোনে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা হল জাপানের প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার জাপানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুগা ইয়োশিহিদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। ইয়োশিহিদে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করায় মোদী তাঁকে অভিনন্দন ও তাঁর লক্ষ্য অর্জনের জন্য শুভেচ্ছা জানান। উভয় নেতা ভারত-জাপান বিশেষ কৌশলগত এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বকে আগামী দিনে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সহমত পোষণ করেছেন। দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্ককে আরও জোরদার করার ক্ষেত্রেও তাঁরা আশা ব্যক্ত করেছেন। পারস্পরিক আস্থা এবং মূল্যবোধের ওপর এই সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।

দুই নেতাই মনে করেন, আজকের দিনে এই অংশীদারিত্ব অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ করে, করোনা মহামারীর ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় এটি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা মুক্ত অর্থনীতি ছাড়াও ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সর্বাত্মক অর্থনীতির ওপরও জোর দিয়েছেন। এই অঞ্চলে দীর্ঘ মেয়াদী সরবরাহ শৃঙ্খল বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভারত, জাপান এবং সমমনোভাবাপন্ন দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতাকে দুই নেতা স্বাগত জানিয়েছেন।

উভয় নেতা দুটি দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের অগ্রগতির প্রশংসা করেন। এই প্রসঙ্গে দক্ষ কর্মীদের ক্ষেত্রে চুক্তি খসড়া চূড়ান্ত করার বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছেন। বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারীর ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির উন্নতি হলে বার্ষিক দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য মোদী প্রধানমন্ত্রী সুগাকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

করোনা কাঁটায় জীবাণুমুক্ত পোস্তা থানা

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি স): করোনার মারন কামড়ের জর্জরিত শহরবাসী। যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য অচেনা ভাইরাস করোনা। কিন্তু এরই মাঝে শহরবাসীর সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। আর তাই সংক্রমণ এড়াতে শুক্রবার জীবাণুমুক্ত করা হলো পোস্তা থানা।

চলতি বছর শুরু থেকেই যেন একটা দিনও ভালো কাটায় নি শহরবাসী। গত কয়েক মাস ধরে শহরে জাঁকিয়ে বসেছে অদৃশ্য অজানা ভাইরাস করোনা। আর এক ভাইরাস এতটাই ভয়ঙ্কর যে করোনার কামড়ে গৃহবন্দি হয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে শহরবাসীকে। কিন্তু গৃহবন্দি শহরবাসীর সমস্ত রকমের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। কখনও মাস্ক বিলি তো কখনও খাদ্য বিলি শহরবাসী সেবায় সবসময় রত থেকেছেন কলকাতা পুলিশ। কিন্তু ইতিমধ্যেই বহু থানায় হানা দিয়েছে করোনা। আক্রান্ত হয়েছেন বহু পুলিশকর্মী।আর তাই সংক্রমণ এড়াতে এদিন জীবাণুমুক্ত করা হল শহরের বিভিন্ন থানা। এদিন জীবাণুমুক্ত করা হয় পোস্তা থানা বউ বাজার থানা সহ একাধিক থানা।

এবার নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন

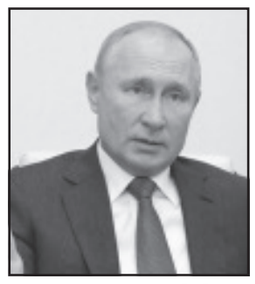

মস্কো, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : এবার নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। বিখ্যাত রুশ লেখক সের্গেই কোমকভের নেতৃত্বে লেখকদের একটি সংগঠন পুতিনের নাম মনোনীত করে নোবেল কমিটির কাছে বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছে। তাঁদের মতে, গোটা বিশ্ব শান্তি স্থাপনে ট্রাম্প এবং নেতানিয়াহুর তুলনায় অনেক বেশি উদ্যোগী ছিলেন পুতিন, তাই তাঁকে যেন এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। এর আগে ২০১৩ সালেও নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট। এই তালিকায় আগেই ঠাঁই পেয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ও ইজরায়েলের মধ্যে দীর্ঘদিনের ঝগড়া মিটিয়ে চুক্তি করাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন ট্রাম্প। সেজন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের নাম নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেন নরওয়ের সাংসদ ক্রিশ্চিয়ান টাইব্রিং জিজেডে। এরপর সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ও বাহরিনের সঙ্গে চুক্তি করায় নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তাঁর নাম মনোনীত করেন ইটালির নর্দান লিগ পার্টির সাংসদ পাওলো গ্রিমোলদি। এমনকী ঐতিহাসিক এই কাজের জন্য এবছর আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার পাবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি। নোবেল কমিটির কাছে জমা দেওয়া ইটালির সাংসদের প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়েছেন ফিনল্যান্ডের সাংসদরাও।সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত ২০২০ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ৩০০টি নাম মনোনীত হয়েছে। যার মধ্যে আছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। পুতিন এমন সময় নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলেন যখন তার প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী দলীয় নেতা অ্যালাক্সি নাভালনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। অভিযোগ নাভালনির শরীরে বিষপ্রয়োগ করা হয়েছিল। আর এরজন্য দায়ী করা হয়েছিল পুতিনকেই। যদিও এ ঘটনায় তাঁর যুক্ত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করছেন পুতিন। প্রসঙ্গত, নির্দিষ্ট কিছু শর্ত মানলে যেকোনও ব্যক্তি অন্য কাউকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করতে পারেন, এবং তাঁর নাম নোবেল কমিটির কাছে পাঠাতে পারেন। আগামী ৯ অক্টোবর চলতি বছরের নোবেল প্রাপকদের নাম ঘোষণা করবে নোবেল কমিটি। এখন দেখার সেখানে নোবেল শান্তি পুরস্কার কে পান?

১২ অক্টোবরের মধ্যে পূজা বোনাস প্রদান করতে বাগান মালিকদের নির্দেশ হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের

হাইলাকান্দি (অসম), ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : এক মাসেরও কম সময় বাকি দুর্গাপূজার। তাই এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তড়িঘড়ি চা-বাগানগুলোর মালিক ও ম্যানেজারদের সঙ্গে জরুরি সভা করেছে হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন। চা-শ্রমিক ও কর্মচারীদের পুজোর বোনাস আগামী ১২ অক্টোবরের মধ্যে মিটিয়ে দিতে বাগান মালিকদের কড়া নির্দেশ দিয়েছে হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন। শুক্রবার হাইলাকান্দি জেলাশাসকের কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত এক সভায় জেলার ১৭টি চা-বাগানের মালিক, ম্যানেজার বা তাঁদের প্রতিনিধি এবং বরাক উপত্যকার চা সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে জেলাশাসক মেঘানিধি দাহাল দীর্ঘ বৈঠক করেন। জেলাশাসক চা বাগান পরিচালন কর্তৃপক্ষ ও মালিকদের কাছে ১২ অক্টোবরের মধ্যে পূজার বোনাস প্রদানের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি ৩০ অক্টোবরের মধ্যে বোনাস বিষয়ক বিস্তারিত রিপোর্ট জেলা প্রশাসনের কাছে দাখিলের জন্যও বাগান কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক। বর্তমান কোভিড-১৯-এর সংকটজনক পরিস্থিতিতে মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে চা-শ্রমিকদের উপযুক্ত পরিমাণের বোনাস প্রদানের আহ্বান জানিয়েছেন জেলাশাসক দাহাল। জেলা শ্রম আধিকারিক কেএম দেব জানান, ১২ অক্টোবরের মধ্যে পূজার বোনাস প্রদান হয়ে গেলে চা-শ্রমিকরা যথার্থভাবে পুজোর কেনাকাটা করতে পারবেন।

বার্নারপুর চা বাগান কর্তৃপক্ষ এদিনের সভায় ঘোষণা করেছেন, আগামী তিন-চার দিনের মধ্যে শ্রমিকদের সর্বোচ্চ কুড়ি শতাংশ পূজার বোনাস প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে তাঁর বাগান। সভায় উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কমিশনার বিক্রম দেবশর্মা, অতিরিক্ত জেলাশাসক দীপমালা গোয়ালা সহ অন্যান্য ঊর্ধতন কর্মকর্তারা।

উল্লেখ্য, বোনাস অ্যাক্ট, ১৯৬৫ (২০১৫ সালের সংশোধিত)-এর আওতায় সর্বনিম্ন ৮.৩৩ শতাংশ এবং সর্বাধিক ২০ শতাংশের হিসাবে শ্রমিক কর্মচারীদের বোনাস প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এক্ষেত্রে স্থায়ী এবং অস্থায়ী শ্রমিক কর্মী, যাঁরা কমপক্ষে ৩০ দিন কাজ করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই এই বোনাস পাওয়ার যোগ্য।

প্রত্যেক চা-বাগান কর্তৃপক্ষ আগামী ১২ অক্টোবরের মধ্যে শ্রমিক কর্মচারীদের পুজোর বোনাস প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে অসম সরকার ইতিমধ্যে রাজ্যের সবকয়টি জেলার জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছে। প্রসঙ্গত, এশিয়ার মধ্যে বিখ্যাত অসমের চা শিল্প। রাজ্যে মোট ৮৫০টি চা-বাগান রয়েছে।

চা-শ্রমিক এবং পুলিশ কনস্টেবলদের জন্য সুখবর দিয়ে গুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নতুন আরও প্রকল্প ঘোষণা করে অসমের চা-শ্রমিক এবং পুলিশ কনস্টেবলদের জন্য সুখবর শুনিয়েছে অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। গত কিছুদিন ধরে একের পর এক জনকল্যাণমুখি প্রকল্পের ঘোষণা এবং সূচনা করে চলেছেন অর্থ, স্বাস্থ্য পূর্ত ও শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ চা-বাগানের শ্রমিক এবং পুলিশ কনস্টেবলদের কল্যাণে দুটি করে প্রকল্প ঘোষণা করেথেন মন্ত্রী ড় শর্মা। চা শ্রমিকদের জন্য ঘোষণা অনুযায়ী, এবার দুর্গা পূজায় চা শ্রমিকদের প্রদান করা হবে ২০ শতাংশ বোনাস। চা শ্রমিকদের বোনাস সুচারুরূপে প্রদান করতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্তাদের নির্দেশও প্রদান করেছেন তিনি। এছাড়া, চা শিল্পের জন্য চারটি বিশেষ প্রকল্পের কথাও ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী। ওই প্রকল্পের মধ্যে যদি কোনও চা শিল্প প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লোন নিয়ে থাকে তা হলে তিন শতাংশ সরকারি সাহায্য পাবেন। অন্য প্রকল্পের কথা ঘোষণা করে মন্ত্রী শর্মা বলেন, এ বছরের ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হওয়ায় প্রতি কেজি অর্থডক্স চা পাতার বিপরীতে ৭ টাকা করে সরকারি সাহায্য প্রদান করা হবে। আগের ৩ টাকার সরকারি সাহায্য মিলে মোট ১০ টাকা সাহায্য লাভ করবেন শ্রমিকরা। এর ফলে চা রফতানি বহুগুণ বৃদ্ধি হবে। কোনও চা বাগান যদি অর্থডক্স চা পাতা প্রস্তুতের জন্য নতুন করে যন্ত্র ক্রয় করে, তা হলে এক্ষেত্রেও সরকার ২৫ শতাংশ সাহায্য প্রদান করবে বলে ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী ড় শর্মা। এছাড়া আগামী তিন বছরের জন্য চা-বাগানসমূহের কৃষি আয়কর দিতে হবে না বলে জানান মন্ত্রী।

এদিকে, পুলিশের কনস্টেবলদের প্রতি মাসের খাবার বাবদ ১২০০ টাকার পরিবর্তে ২০০০ টাকা করে আগামী অক্টোবর মাস থেকে দেওয়া হবে বলে তিনি আজ ঘোষণা করেন। বন বিভাগের প্রস্তাব পেলে সেই বিভাগেও এই প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

শুক্রবার আগরতলায় পোস্ট অফিস চৌমহনিতে একটি দোকানে চুরি ঘটনার তদন্ত করছে পশ্চিম থানার পুলিশ। ছবি ঃ নিজস্ব

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার বাংলার রয়েছে, দাবি শিক্ষাবিদদের

।। শুভঙ্কর দাস।। কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.)।। বাংলা ভাষার ঐতিহ্য এবং গড়িমা বিশ্ববন্দিত।চর্যাপদ থেকে শুরু করে চৈতন্য মহাপ্রভু।জয়দেব, চন্ডীদাস থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম। বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য মণিমাণিক্য-এ ভরা।স্বাধীনোত্তর যুগেও সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বিনয় মজুমদার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গাঙ্গুলী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ব্যাপারির মতো কবি-সাহিত্যিকরা। তবু আজও ধ্রুপদী ভাষার শিরোপা অর্জন থেকে বঞ্চিত বাংলা ভাষা। সম্প্রতি সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় এ বিষয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তামিল, সংস্কৃত, কন্নর, তেলেগু, মালায়ালাম, ওড়িয়া ধ্রুপদী ভাষার শিরোপা অর্জন করলেও এর থেকে বঞ্চিত বাংলা।

সাহিত্য থেকে আন্দোলন, শিল্প ও সংস্কৃতির ভাষা বাংলার প্রতি এই বঞ্চনা মেনে নিতে পারছেন না মানকর কলেজের বাংলার অধ্যাপক ড় অরিজিৎ ভট্টাচার্য। তার মতে, অবশ্যই বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত।সর্বভারতীয় স্তরে বিভিন্ন রাজ্যের অধ্যাপকরা বাংলার পক্ষে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের এক সভায় মহাত্মা গান্ধী হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করলেও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার প্রতি কিন্তু তার শ্রদ্ধাবোধ ছিল। ভারতীয় সংবিধানে কোথাও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে হিন্দিকে চিহ্নিত করা হয়নি।নতুন শিক্ষানীতিতেও আঞ্চলিক ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ত্রিপুরা এমনকি অসমের তিনটি জেলা যেমন কাছার, হলাইকান্দি এবং করিমগঞ্জে বাংলার জনপ্রিয়তা অপরিসীম। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সুদীর্ঘ।ফলে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি বাংলাকে দেওয়া উচিত।এই স্বীকৃতি পেলে উপকৃত হবে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য।কারণ বাংলা ভাষার মধ্যে যেসব উপভাষা এবং ডাইলেক্ট রয়েছে সেগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করা একান্ত জরুরী।রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধে উঠে সকলকে বাংলা ভাষার পক্ষে এগিয়ে আসতে হবে।বিশ্বায়ন উত্তর পৃথিবীতে আঞ্চলিক ভাষার গুরুত্ব ক্রমাগত কমতে শুরু করেছে। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউজিসির অনুমোদিত বিপন্ন ভাষাগোষ্ঠীর কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাকে বাঁচাতে প্রশাসনের তরফ থেকে তৎপর না হলে দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতি হারিয়ে যাবে।

২০০৪ সালে তামিল ভাষাকে যখন ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হল তখন কেন্দ্রে শাসন করছে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার।এই সরকারকে সেই সময়ে বাইরে থেকে সমর্থন করে চলেছিল বামফ্রন্ট। এমনকি এর পরের বছর অর্থাৎ ২০০৫ সালে সংস্কৃত।২০০৮ সালে কন্নর, তেলেগু। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের আমলে ২০১৩ মালায়ালাম এবং ২০১৪ ওড়িয়াকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ দিকে আলোকপাত করে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস জানিয়েছেন, এখন অধীর রঞ্জন চৌধুরী লোকসভায় দাঁড়িয়ে বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দাবি করছেন। অথচ তার দলের সরকার যখন ২০০৪ থেকে ২০১৪ ক্ষমতায় থাকাকালীন একাধিক ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দিয়ে গিয়েছিলেন তখন তিনি কোথায় ছিলেন। প্রথম ইউপিএ সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করে যাওয়া বামফ্রন্টের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অচিন্ত্য বাবু। এর পেছনে যে রাজনীতির অঙ্ক কাজ করছে সেদিকে ইঙ্গিত করে তিনি জানিয়েছেন, হালে পানি পাওয়ার চেষ্টা এবং বিজেপি বিরোধী পরিবেশ তৈরি করার জন্যই এমন পদক্ষেপ নিয়েছে কংগ্রেস। বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, নির্ধারিত কয়েকটি ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দিলে দেশের মধ্যে আঞ্চলিক বৈরতা সৃষ্টি হবে। যা কাম্য নয়। সবকটি আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হোক। পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে ইউপিএ- র আমলের ধ্রুপদী ভাষা সংস্কৃতিকে বহন করে নিয়ে চলেছে বিজেপি সরকার। নতুন শিক্ষা নীতির ওপর আলোকপাত করে তিনি জানিয়েছেন, বাংলা ধ্রুপদী ভাষায় না হওয়ায় কারণে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে বাংলা সাহিত্য চর্চার অবকাশ কমে যাবে।

কবি মন্দাক্রান্তা সেন জানিয়েছেন, বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার শিরোপা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিক থেকে বাংলা ভাষার ঋদ্ধ। ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতিতে বাংলা ভাষা তার নিজস্ব ছাপ রেখে চলেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে দেশে নবজাগরণ, স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু স্বাধীনোত্তর ভারতে একাধিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বাংলা। এমনকি বরাক উপত্যকায় বাংলাভাষীদের আন্দোলন এবং পুরুলিয়াকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তি করার পক্ষে আন্দোলন যে কোনো ভাষাভাষী মানুষের কাছে অনুপ্রেরণার। এই ভাষাতেই সাহিত্যচর্চা করে ম্যাগসেসে পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। এমনকি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন বাংলা সাহিত্য চর্চার মাধ্যমেই। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পড়ানো হয়। ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি পেলে বাংলা নিজেকে আরও বেশি বিকশিত করতে পারবে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী কোন ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হলে সেই ভাষার পঠনপাঠনের জন্য সেন্টার অব এক্সিলেন্স গড়ে তোলা হবে, দেশের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্তত একটিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তরফে ধ্রুপদী ভাষার জন্য অধ্যাপক নিয়োগ করা হবে। এই ভাষায় গবেষণারত গবেষকদের অন্তত দুটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার ভূষিত করা হবে। ইতিমধ্যেই যে ভাষাগুলোকে ধ্রুপদী ভাষার শিরোপা দেওয়া হয়েছে সেগুলোর জন্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। যেমন সংস্কৃতের জন্য রাজধানী দিল্লিতে রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান।তামিল ভাষার জন্য চেন্নাইতে সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ক্লাসিক্যাল তামিল গড়ে তোলা হয়েছে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য পবিত্র সরকার জানিয়েছেন, ধ্রুপদী ভাষা হওয়ার ক্ষেত্রে যে মাপকাঠি তৈরি করা হয়েছে সেই অনুসারে একটি ভাষা সাহিত্য চর্চা ১৫০০ বছর পুরনো হতে হবে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ধারণাকে মেনে নিলে বাংলা ভাষা এতটা পুরোনো নয়। কিন্তু এই মাপকাঠি নির্ধারণ এর যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে।

২০০৪ তামিল, ২০০৫ সালে সংস্কৃতকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার পেছনে রাজনীতি কাজ করেছিল। বাংলা ভাষাকে শুধুমাত্র ধ্রুপদী ভাষা দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখাটা উচিত নয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সঙ্গে আর কোন ভাষার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই বাংলা ব্যতীত।বাংলা একটি রাষ্ট্রের (বাংলাদেশ) ভাষা।বাংলা নোবেল পুরস্কারের ভাষা। গোটা ভারতে বাংলা ভাষার থেকেই সব থেকে বেশি অনুবাদ অন্যান্য ভাষায় হয়। গোটা বিশ্বে হিন্দির পর বাংলা ভাষায় হচ্ছে দ্বিতীয় ভাষা যা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। সেই নিয়ে অহংকার করা উচিত। হিন্দুস্থান সমাচার

শিম চাষ: বীজ বপনের উপযুক্তসময়

দেশি শিম খুবই জনপ্রিয় সবজি শীত মরশুমের শুরুতেই সরবরাহ কম থাকায় দাম চড়া থেকে আমিষসমৃদ্ধ দেশি শিম একটি গুরুত্বপূর্ণ শীতকালন সবজি এটি পুষ্টিকর , সুস্বাদু ও অত্যন্ত জনপ্রিয় শিমের কচি শুঁটির বীজে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও শ্বেতসার থাকে বলে খাদ্য হিসেবে খুব উপকারী। তাছাড়া এতে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ভিটামিন 'এ', 'বি' ও 'সি' থাকে। আমাদের দেহের পুষ্টিসাধনে এসব পুষ্টি উপাদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

শিম সব ধরনের মাটিতেই চাষ করা যায়। তবে দো আশ বা বেলে দো আশ মাটি দেশি শিম চাষের জন্য বেশি উপযোগী। জল জমে না এমন উঁচু জমি শিম চাষের জন্য বেছে নেওয়া ভাল।

উপযোগী জমি ও মাটি : প্রায় সব ধরনের মাটিতে শিম চাষ করাযায়। তবে দোষ আশ ও বেলে দো আশ মাটিতে এর ফলন সবচেয়ে ভাল হয়।

জাত নির্বাচন ঃ শিমের বিভিন্ন জাতের মধ্যে ঘৃতকাঞ্চন, নলডক, আশ্বিনা, কার্তিকা, নলডক, হাতিকান, বৌকানী , রূপবান , বারি শিম- বারি শিম ২, বারিশিম ৩, বারি শিম ৪, ইপসা -১ ও ইপসা ২ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বীজ বপনের সময় ঃ আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

মাদা তৈরি ও সার প্রয়োগ: দেশি শিম প্রধানত মাদা প্রথায় বসতবাড়ির আশে পাশে পুকুরপাড়ে, পথের ধারে ও জমির আইলে চাষ করা হয়। তবে চাষ করা হলে ১ মিটার সারিকরে প্রতি সারিতে ৫০ সেমি পর পর ৪৫ সেমি লম্বা, ৪৫ সেমি চওড়া ও ৪৫সেমি গভীর করে মাদা তৈরি করতে হয়। তারপরপ্রতি মাদার মাটির সঙ্গে ১০ কেজি পচা গোবর, ১৫০ গ্রাম টিএপি ও ১০০ গ্রাম এসওপি সার ভালোভাবে মিশিয়ে মাদা ভরাট করতে হবে । বীজবপনকালে বর্ষাথাকে, তাই মাদায় যাতে জল না জমে সে জন্য জমির সাধারণ সমলত হতে মাদার ভরাটি মাটি ৫ সেমি পরিমাণ উঁচু রাখতে হয়।

বীজ বপন ঃ মাদায় সার প্রয়োগের ৮-১০ দিন পর প্রতি মাদায় দুই তিনটি বীজ ফাঁক ফাঁক করে ২.৫ - ৩.০ সেমি গভীর বপন করতে হয়। চারা গজানোর১০-১২ দিন পর প্রতি মাদায় দুটি সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকিগুলি উঠিয়ে ফেলতে হবে। বীজ বপনের আগে ২৪ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে নিলে তাড়াতাড়ি চারা গজায় এক শতক বা ৪০ বর্গমিটার জমিতে ৪০ গ্রামশিম বীজের প্রয়োজন হয়।

পরবর্তী পরিচর্যা ঃ শিমের চারা ও তার আশপাশের আগাছা নিড়ানি দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। তাছাড়া মাঝে মধ্যে নিড়ানি দিয়ে চারার গোড়ারমাটি খুঁচিয়ে আলাদা ও ঝুরঝুরে করে রাখতে হবে। শিমের খরা সহ্য করার মতো থাকলে ও বৃষ্টির অভাবে মাটিতে রসের ঘাঁটতি হলে জল সেচ দিতে হবে।

উপরি সার প্রয়োগ: শিমের জমিতে সার উপরি প্রয়োগের কাজ দুই কিস্তিতে করতে হয় প্রথম কিস্তি চারা গজানোর এক মাস পর এবং দ্বিতীয় কিস্তি গাছে দুই চারটি ফুল ধরার সময়। প্রতি কিস্তিতে মাদা প্রতি ২৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ২৫ গ্রাম এমওপি সার গাছের গোড়ার চারদিকে উপরি প্রয়োগকরে মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের সময় মাটিতে রসের অভাব হলে ঝাঁঝরি দিয়ে জল সেচ দিতে হবে।

মাচা ও বাউনি দেওয়া ঃ শিমগাছ বাওয়ার সুযোগ যত বেশি পায়, ফলন তত বেশি হয়। তাই শিমগাছ যখন ১৫-২০ সেমি লম্বা হবে তখন গাছের গোড়ার পাশে বাঁশের ডগা (কঞ্চিসহ) মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। এ ঝড়েশিমগাছ পড়ে ভালো ফুল ও ফল দিতে পাে।

রোপণের আগে পরে করণীয় ও পরিচর্যা ঃ আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত দেশি শিমের বীজ বপন করার সময়। যে মাসেই বীজ বপন করা হোক, অগ্রহায়ণের শেষ বা কার্তিক শুরুর আগে কোন গাছেই ফুল ও ফল ধরে না, ব্যতিক্রম বারমাসী জাত। দেশি শিমে যেহেতু আগাম, মাঝরি ওনারী জাত আছে, তাই জাতের সঠিক তথ্য নাজেনে চাষ করলে সময়মতো ফলন পাওয়া যায় না। দেশি শিম ক্ষেত ছাড়াও বসতবাড়ির দেওয়ালের পাশে, আঙিনার ধারে ছোট মাচায়, ঘরের চালে পুকুর ও রাস্তার ধারে এবং ক্ষেতের আইলে চাষ করা যায়। ক্ষেতে চাষ ও মই দিয়ে জমি ভালোভাবে ঝুরঝুরে ও সমান করে নিতে হয়। এরপর ১০ ফুট দূরত্বে সারিকরে সারিতে ৫ ফুট পর পর গর্তবা মাদা তৈরি করতে হয়। দেড় ফুট চওড়া ও দডড়েদ ফুট গভীর গর্তুখুড়ে গর্তের মাটির সঙ্গে ১০ কেজি জৈব বা গোবর সার, ৫০ গ্রম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি ও ৫০ গ্রাম এমওপি সার মিশিয়ে ৬ থেকে ৭ দিন রেখে দিতে হয়।

শিমের রোগ বালাই: পাতার রোগ : দেশি শিমের পাতায় কালো দাগ ও ফোস্কা পড়া দেখা দিলে মেনকোজের জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হয়। আর পাতায় হলুদ মোজাইকরোগ হলে গাছটি তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। রোগটি হয় জ্যাসিড বা সাদা মাছির কারণে।এজন্য অন্যান্য সুস্থ গাছে ইমিডাক্লোরপিড বা ফেনথিয়ন গ্রুপের কীটনাশন স্প্রেকরে জ্যাসিড বাসাদামাছি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

গোড়া ও শিকর পচা রোগ:শিকর পচা রোগ হলে আক্রান্ত গাছ তুলে বাকি গাছে ও মাটিতে ভাল করে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হয়। শিমের গোড়া ও শিকড়পচা রোগ সাধারণত বর্ষার শুরুতে বা অতি বর্ষণের ফলে গোড়ায় জল জমলে হয়।তবে মাঝেমাঝে আবহাওয়ারআর্দ্রতা বেড়ে গেলে ও উচ্চ তাপমাত্রায় গোড়াপচারোগের প্রকোপ বাড়ে গাছের বৃদ্ধির যে কোন অবস্থাতেই এ রোগ হতে পারে মাটির ঠিক ওপরে গাছের কাণ্ডে লালচে বাদামি দাগ পড়ে ধীরে ধীরে এইদাগ বিস্তার লাভ করে বেশি হলে শিকড়েও ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত অংশ আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়,ফলে গাছ দুর্বল হয়। ফলন কম হয়। কখনো কখনো গাছগুলো মরেও যেতে পারে। চারা অবস্থায় আক্রান্ত হলে চারা মারা যায়। মরিচা রোগ: দেশি শিমগাছের বয়স্ক অবস্থায় মোজাইক বা মরিচা রোগ দেখা যায়। এটি ছত্রাকঘটিত রোগ। মাঘ মাসের শুরুর দিকে বিশেষ করে এ সময় দু-এক পশলা বৃষ্টি হলে বা বেশিকুয়াশা হলে এই রোগদেখা দেয়।শিমগাছের পাতায় বিশেষ করে নিচের দিকের পুরনো পাতায়, কাণ্ডে ও ডগার বা কখনো কখনো শুঁকিয়ে মরিচা রোগের আক্রমণ দেখা যায়। এর আক্রমণে ছোট ছোট বাদামি ধূসর রঙের দাগ পড়ে পাতায়। পরে দাগগুলো আকারে বাড়। পরে দাগগুলো আকারে বাড়ে, গোলাকার বা কোণবিশিষ্ট হয় এবং গাঢ় বাদামি রং ধারণ করে শেষে বড় দাগগুলো কালো রঙে রূপান্তরিত হয়।

ধূমপান শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়

সর্দিকাশি থেকে শুরু করে দাঁতের ক্ষয়, এমনকি হজমের সমস্যা ও ডায়ারিয়া, বাচ্চাদের নানা অসুখবিসুখের অন্যতম কারণ সিগারেটসহ তামাকের ধোঁয়া।

এমনকি এক বছরের কম বয়সী শিশুদের আচমকা মৃত্যুর অন্যতম কারণ হতে পারে বাবা অথবা বাড়ির বড়দের ধূমপান।

সিগারেট না টানলেও ফুসফুসের ক্যানসারের ঝুঁকি থাকে। এ যেন অন্যের দোষে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেয়া।

সিগারেটের ধোঁয়া প্রবেশ করে শিশুদের শরীরে নানা অসুখবিসুখের সঙ্গে ক্যানসার ডেকে আনতে পারে।

সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে বড় হরফে ক্যানসারের কারণ লেখা থাকলেও ধূমপায়ীদের কেউই খুব একটা তোয়াক্কা করেন না। তাদের নিজেদের ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ করে তুলছেন বাচ্চাদের। দু'চারটে নয়, সাত হাজার ক্ষতিকর রাসায়নিক পাওয়া গিয়েছে সিগারেট বিড়ির ধোঁয়ায়। এদের মধ্যে ১০০ টি অত্যন্ত ক্ষতিকর ৭০ টি কার্সিনোজেনিক, অর্থাৎ ক্যানসার ডেকে আনতে সিদ্ধহস্ত।

গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা থাকলে গর্ভস্থ ভ্রূণ ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অনেক সময় গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই সন্তান বেরিয়ে আসে। গর্ভবতী মায়ের সামনে যদি বাড়ির অন্য সদস্যরা সিগারেট টানেন, তাহলেও বাচ্চার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমনকি অন্য ঘরে সিগারেটের ধোঁয়া টানলেও সন্তানসম্ভবার শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি থাকে।

সাইড স্ট্রিম বেশি ক্ষতিকর

সিগারেটের ধোঁয়া দুভাবে অধুমপায়ীর শরীরে প্রবেশ করে। সিগারেট টেনে ধোঁয়া ছাড়া হলে তা যখন অন্যজন বাতাসের সঙ্গে টেনে নেন, তাকে বলে মেন স্ট্রিম। আর সিগারেট জ্বালিয়ে রাখা আছে, তার থেকেধোঁয়া সরাসরি বাতাসের সঙ্গে টেনে নিলে তাকে বলে সাইড স্ট্রিম।

এই ধোঁয়ায় আরও বেশি কার্সিনোজেনিক , অর্থাৎ ক্যানসার উৎপাদনকারী বিষাক্ত রাসায়নিক থাকে। অত্যন্ত ক্ষতিকর এই ধোঁয়া ছোটদের ভয়ানক শারীরিক ক্ষতি করে। বড়রাও ক্ষতিগ্রস্ত হন।

শ্বাসনালি ও ফুসফুসের কষ্ট

লক্ষ করে দেখবেন, বাচ্চারা খুব দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়। তাই সিগারেট বিড়ির ধোঁয়া চট করে ওরা টেনে নেয়। শিশুদের শ্বাসনালি আকারেও অনেকটা ছোট। তাই নিজেদের অজান্তে বুক ভরে টেনে নেয় বাবা কাকা মামার মতো নেশাখোরদের ছেড়ে দেয়া বিষ ধোয়া।

সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোকিংয়ের ফলে বাচ্চার অত্যন্ত সংবেদনশীল শ্বাসনালি আর ফুসফুস 'ইরিটেটেড' হয়ে পড়ে। শুরু হয় সর্দিকাশি । এ রকম চলতে থাকলে বারবার শ্বাসনালি ও ফুসফুসের প্রদাহ হয়ে ক্রনিক সর্দিকাশি, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি ও নিউমোনিয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

যেসব শিশুর অ্যাজমা আছে, তামাকের ধোঁয়ায় তাদের বারবার অ্যাটাক হয়। অনেক সময় ইনহেলার বা ওষুধের কোনও কাজ হয় না। নিউমোনিয়ায় কাহিল হয়ে পড়ার ঝুঁকি বাড়ে। বাচ্চার ভোগান্তির শেষ থাকে না। হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা করে রিলিফ দেয়ার চেষ্টা করা হয়। বরাবরের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শ্বাসযন্ত্র।

আচমকা শেষ নিঃশ্বাস পড়ার ঝুঁকি থাকে

মা, বাবা অথবা বাড়ির অন্য সদস্যদের ধুমপানের কুপ্রভাবে এক বছরের কমবয়সী বাচ্চাদের আচমকা মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। বিশেষ করে গর্ভাবস্থার শুরুতে মা ধূমপান করলে অথবা পরোক্ষভাবে সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে থাকলে এক বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে আকস্মিক মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, গর্ভবতী নারী ধূমপায়ী হলে শিশুমৃত্যুর ঘটনা অধূমপায়ীদের থেকে ৫৮ শতাংশ বেশি। সুতরাং সাবধানতা নিতেই হবে।

নাক কান দাঁতের অসুখ থেকে ক্যানসার সিগারেটের বিষ ধোঁয়া শুধুই যে ফুসফুসের বারোটা বাজায় তা নয়, শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিকল করে দিতে পারে। নাক কান গলায় সংক্রমণ, কানের ইউস্টেশিয়ান টিউবে বাধা, অটাইটিস মিডিয়া, মধ্য কর্ণের সংক্রমণ থেকে ক্রমশ বধির হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ে।

কথা বলার সমস্যা তো হয়ই, মানসিক বিকাশও ব্যাহত হতে পারে। এছাড়া দাঁতের ক্ষয়, গন্ধের অনুভূতি নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে লিউকোমিয়াসমেত নানা রক্তের অসুখ ও ক্যানসারে শঙ্কা বাড়ে।

বাড়ির বারান্দায় সিগারেট ধরালেও শিশুর ক্ষতি

নিকোটিনের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল শিশুর নিকটাত্মীয়েরা অনেক সময় বাড়ির বারান্দায় গিয়ে সিগারেট টেনে এসে বাচ্চাকে কোলে নেন। মনে রাখবেন, এর ফলেও শিশুর শরীরে সিগারেটের বিষ প্রবেশ করে।

ধূমপানের পর জামাকাপড়ে ও ধূমপায়ীর শরীরে বিষাক্ত রাসায়নিক থেকে যায় কমপক্ষে ঘন্টা চারেক। তাই বারান্দায় সিগারেট টানলেও বাচ্চার ক্ষতির পরিমাণ বহাল থাকে পুরোদমে।

মৃত্যুর কারণ হতে পারে মোবাইলের ওয়াইফাই!

রাতে ঘুমানোর সময় মোবাইলটা হয় বিছানা থেকে কিছুটা দূরে রাখবেন বা সেটা বন্ধ করে রাখবেন। কেননা, চালু মোবাইলের ওয়াইফাই বিকিরণ ভয়ঙ্কর ক্ষতির করণ হতে পারে। সম্প্রতি উত্তর জাটল্যান্ডের নবম শ্রেণির একদল ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন রকমের শাকের বীজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছে, চালু মোবাইলের ওয়াইফাই বিকিরণ প্রাণের পক্ষে চরম ক্ষতিকারক। তা মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে।পরীক্ষার ফলাফলে যথেষ্টই উতসাহিত ইংল্যান্ড, হল্যান্ড ও সুইডেনের গবেষকরা। এ ব্যাপারে আরও গবেষণা চালাতে চেয়েছেন স্টকহলমের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের বিশিষ্ট গবেষক ওলে জোহানসন। তিনি বেলজিয়ান অধ্যাপক মারি-ক্লেয়ার কামার্তকে সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষাটা আবার করতে চেয়েছেন। পরীক্ষাটা যারা চালিয়েছে সেই ছাত্রছাত্রীদের অন্যতম লি নিয়েলসন জানিয়েছেন, ৪০০ রকমের শাকের বীজের ওপর তারা পরীক্ষাটা চালিয়েছেন। দু''টি আলাদা ঘরে একই তাপমাত্রায় ৬টি ট্রেতে ওই শাকের বীজগুলিকে রাখা হয়েছিল। ১২ দিন ধরে ওই দু''টি ঘরে রাখা শাকের বীজগুলিকে সম পরিমাণ জল আর সূর্যালোক দেওয়া হয়েছিল তাদের বেড়ে ওঠার জন্য। তাদের মধ্যে শাকের বীজ রাখা রয়েছে এমন ৬টি ট্রে''কে রাখা হয়েছিল দু''টি ওয়াইফাই রাউটারের কাছাকাছি। সাধারণ মোবাইল ফোন থেকে যতটা বিকিরণ আসে, ওই ওয়াইফাই রাউটারগুলি থেকে বিকিরণ আসে ততটাই। ১২ দিন পর দেখা গেল, ওয়াইফাই রাউটারের কাছে রাখা শাকের বীজগুলি মোটেই বাড়েনি। তাদের বেশির ভাগই হয় শুকিয়ে গিয়েছে বা মরে গেছে। আর যে শাকের বীজ ভরা ট্রে''গুলির ধারে কাছে কোন ওয়াইফাই রাউটার ছিল না, সেগুলি খুব সুন্দর ভাবে বেড়ে উঠেছে জল আর সূর্যালোক পেয়ে।নবম শ্রেণির যে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষাটা চালিয়েছে, তাদের আর এক জন ম্যাথিল্ডে নিয়েলসন বলেছেন, এটাই প্রমাণ করেছে, ওয়াইফাই বা মোবাইলের বিকিরণ প্রাণের পক্ষে কতটা বিপজ্জনক। তাই আমাদের পরামর্শ, ঘুমোতে যাওয়ার সময় হয় মোবাইল ফোনটা দূরে রাখুন বা বিছানায় রাখতে হলে সেটাকে বন্ধ করে রাখুন। না হলে তা মস্তিষ্ক বা শরীরের পক্ষে খুব বিপজ্জনক হতে পারে।

বাচ্চাদের বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ, দৌড়

বাচ্চাকে শুধুই ঘাড় গুঁজে বইপড়াচ্ছেন? স্কুল টিউশনেই ব্যস্ত সন্তান? ভুল করছেন এতে আপনার বাচ্চার কোনও লাভই হচ্ছে না। ওকে দৌড় করান । শরীর থাকবে ঝরঝরে। বাড়বে বুদ্ধিও। বই, খাতা, স্কুলের ভারে ভারাক্রান্ত শৈশব। মাঠ, ঘাট, দমকা হাওয়ায় ভেসে যাওয়ার টান বাঁধা পড়ছে ইট কাঠ কংক্রিটের জঙ্গলে। বইথেকে মুখ তুললেই ছোটা ভীমের হাট করে খোলা জগৎ। সবুজ মাঠ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার সব উপকরণ চার দেওয়ালের অন্দরেই মজুত। পড়াশোনা ছাড়া কার্টুন এভাবেই আবর্তিত ছেলেবেলা, মেয়েবেলা। সবুজ ঘাসে পা ফেলার ফুসরত কই! ভুল হয়ে যাচ্ছে। বিরাট ভুল। দৌড়তে হবে। আরওবেশি। পা ফেলতে হবে মাটিতে। বই খাতার মুখ গুঁজে থাকলেই বুদ্ধি বাড়ে না। টিভির পর্দায় চোখ আটকে থাকলে আই কিউ বাড়ে না। বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ। দৌড়। বিশেষজ্ঞদের দাবি, সাধারণত ৮ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র বলে, একজন মানুষ খুব বেশি হলে তাঁর বুদ্ধির মাত্র ২ শতাংশ ব্যবহার করতে পারে। আমেরিকান দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন এজিং এর গবেষণা বলছে, দৌড়লে মানুষের শরীরের মাংসপেশি থেকে ক্যাথাপসিন বি নামে একটি প্রোটিন বেরোয়।

শুক্রবার এনএসইউআই বিভিন্ন দাবিতে উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার সাথে সাক্ষাত করেন। ছবি- নিজস্ব।

প্রয়াত এস পি বালসুব্রহ্মণ্যম সঙ্গীত জগতে শোকের ছায়া

চেন্নাই, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): চিকিৎসকদের সমস্ত প্রচেষ্টা বর্থ্য করে, সঙ্গীত জগৎকে শোকস্তব্ধ করে না-ফেরার দেশে চলে গেলেন জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী, সঙ্গীত পরিচালক এবং অভিনেতা এস পি বালসুব্রহ্মণ্যম। শুক্রবার দুপুর ১.০৪ মিনিট নাগাদ চেন্নাইয়ের এমজিএম হেলথ কেয়ার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন এস পি বালসুব্রহ্মণ্যম। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। ৭৪ বছরের দক্ষিণী এই সঙ্গীতশিল্পীর করোনা ধরা পড়ে গত ৫ আগস্ট। তখনও তাঁর শারীরিক অবস্থা যথেষ্ট সঙ্কটজনক ছিল। তাঁকে ভেন্টিলেটরেও রাখা হয়েছিল। তার পর তাঁর অবস্থার উন্নতি হয়। যদিও ভেন্টিলেটর থেকে তাঁর বার করা হয়নি। এর মধ্যেই বৃহস্পতিবার চেন্নাইয়ের এমজিএম হেলথ কেয়ার হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রবীণ শিল্পীর অবস্থা ক্রমশই সঙ্কটজনক হচ্ছে। তাঁকে সর্বোচ্চ 'লাইফ সাপোর্ট'-এ রাখা হয়। ৫২ দিনের নিরন্তর যুদ্ধের পর শুক্রবার দুপুর ১.০৪ মিনিট নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন সঙ্গীতশিল্পী, সঙ্গীত পরিচালক এবং অভিনেতা এস পি বালসুব্রহ্মণ্যম। চেন্নাইয়ের এমজিএম হেলথ কেয়ার হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা জানাচ্ছি শুক্রবার দুপুর ১.০৪ মিনিট নাগাদ প্রয়াত হয়েছেন এস পি বালসুব্রহ্মণ্যম। তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব, শুভাকাঙ্খী এবং অনুরাগীদের প্রতি সমবেদনা।

১৯৪৬ সালের ৪ জুন তামিলনাড়ুর তিরুভাল্লুর জেলায় জন্ম এস পি বালসুব্রহ্মণ্যমের। তামিল, তেলুগু এবং হিন্দি ছবিতে কমল হাসানের গলায় অজস্র হিট গান গেয়েছেন এস পি। দক্ষিণী ছবিতে জেসু দাসের পরেই উচ্চারিত হয় এস পি (বালু)-র নাম। ২০০১ সালে পদ্মশ্রী এবং ২০১১ সালে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন এস পি বালসুব্রহ্মণ্যম। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ সঙ্গীত জগৎ। এ আর রহমান টুইট করে লিখেছেন, ''এস পি বালসুব্রহ্মণ্যমের আত্মার শান্তি কামনা করি। স্তব্ধ।'' দক্ষিণী অভিনেতা বাবুও শোকপ্রকাশ করেছেন।

শোকস্তব্ধ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী

রাষ্ট্রপতির শোকবার্তা : সঙ্গীতশিল্পী এস পি বালসুব্রহ্মণ্যমের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইট করে শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, সংগীত কিংবদন্তী এস পি বালসুব্রহ্মণ্যমের প্রয়াণে ভারতীয় সঙ্গীত সবচেয়ে সুরময় কণ্ঠকে হারাল। তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও অনুরাগীদের প্রতি সমবেদনা।

প্রধানমন্ত্রীর শোকবার্তা : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করে শোকবার্তায় লিখেছেন, এস পি বালসুব্রহ্মণ্যমের প্রয়াণে আমাদের সঙ্গীত জগৎ অনেক কিছু হারাল। তাঁর সুরেলা কণ্ঠ এবং সঙ্গীত কয়েক দশক ধরে শ্রোতাদের মোহিত করেছে। এই দুঃখের সময়ে তাঁর পরিবার, অনুরাগীদের প্রতি আমার সমবেদনা।

অন্নদাতাদের পুতুলে পরিণত করেছে সরকার : তেজস্বী

পাটনা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কৃষি বিলের বিরোধিতা করে নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে ফের বিষোদগার করলেন রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর নেতা তেজস্বী যাদব। তেজস্বীর মতে, ''ফান্ড দাতার'' মাধ্যমে কৃষকদের পুতুলে পরিণত করেছে সরকার। কৃষি বিলকে ''কৃষক-বিরোধী'' আখ্যা দিয়ে তেজস্বী বলেছেন, কৃষি বিল কৃষক-বিরোধী, এই বিল কৃষকদের হতাশ করেছে। শুক্রবার সংসদে পাশ হওয়া কৃষি বিলের প্রতিবাদ করেন তেজস্বী যাদব। কৃষকদের সমর্থনে তিনি ট্র্যাক্টর চালান।

প্রতিবাদে অংশ নিয়ে তেজস্বী যাদব বলেছেন, ''ফান্ড দাতার'' মাধ্যমে আমাদের অন্নদাতাদের পুতুলে পরিণত করেছে সরকার। কৃষি বিল কৃষক-বিরোধী, এই বিল কৃষকদের হতাশ করেছে। তেজস্বী আরও বলেন, সরকার বলেছিল ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুন করা হবে, কিন্তু এই বিল তাঁদের আরও দরিদ্র করে তুলবে। কৃষিক্ষেত্রকে কর্পোরেট করা হচ্ছে। এদিন বিহারের দ্বারভাঙ্গাতেও কৃষি বিলের প্রতিবাদে আন্দোলনে সামিল হন আরজেডি কর্মীরা।

করোনায় আক্রান্ত পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর মাও করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার তাঁদের করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে।

এর আগে এগরার তৃণমূল বিধায়ক সমরেশ দাস এবং ফলতার তৃণমূল বিধায়ক তথা দলের কোষাধ্যক্ষ তমোনাশ ঘোষ করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যান। আক্রান্ত হন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, চাপড়ার বিধায়ক রুকবানুর রহমান প্রমুখ। ওঁরা সকলেই বর্তমানে সুস্থ।সূত্রের খবর, করোনা আক্রান্ত হয়ে কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের গেস্ট হাউসে আইসোলেশনে রয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী। তাঁর মাকে কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

লোকসভায় কড়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইনের দাবি সাংসদ দিলীপ শইকিয়ার, ধন্যবাদ জসফা-র

গুয়াহাটি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাজ্যের সামাজিক সংগঠন জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন দেশে কঠোর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন লাগু করতে বহুদিন থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে আসছে। এই দাবিতে সংগঠনটি ২০১৭ সাল থেকে দেশে একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করেছে। এরই মধ্যে গত বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) লোকসভায় মঙ্গলদৈয়ের সাংসদ দিলীপ শইকিয়া ফাউন্ডেশনের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশে কড়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইনের দাবি উত্থাপন করেছেন। সংসদে তিনি স্পস্ট বলেছেন, কাশ্মীরের পর ভারতের মধ্যে অসমেই মুসলিম জনসংখ্যা বেশি। রাজ্যের একাধিক কেন্দ্রে জনবিন্যাস পরিবর্তনের কথাও সংসদে তুলে ধরেছেন তিনি। এর ফলে ভবিষ্যতে গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সমস্যার সম্ভাবনার আশংকাও প্রকাশ করেছেন সাংসদ।

সংসদে দিলীপ শইকিয়া বলেন, অসমে ৩৪ শতাংশ মুসলমান জনসংখ্যা। ২০২১ সালের জনগণনায় এই সংখ্যা ৩৫ শতাংশেরও বেশি ছাড়িয়ে যেতে পারে। আরেকটি তথ্য তিনি তুলে ধরে বলেন, রাজ্যে ১২৬টি নির্বাচন কেন্দ্রের ৮৬ টিতেই মুসলিম ভোটারের সংখ্যা ২০ হাজারের বেশি করে বেড়েছে। এই তথ্য যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তিনি আরও বলেন, আমাদের সকলের সম্মিলিতভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন লাগু করার সময় এসে পড়েছে।

সংসদে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করার দাবি তোলার জন্য সাংসদ দিলীপ শইকিয়াকে জনসংখ্যা ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। ফাউন্ডেশনের উত্তরপূর্ব প্রান্তের অধ্যক্ষ শৈলেন্দ্র পাণ্ডে উল্লেখ করেছেন, দেশ তথা রাজ্যের সার্বিক কল্যাণের জন্য কঠোর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নের স্বার্থে এবং একাধিক কাজ করে যেতে তাঁরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ফাউন্ডেশনের অসম প্রান্তের অধ্যক্ষ শিবপ্রসাদ শর্মা সাংসদ দিলীপ শইকিয়ার মতো অন্যান্য সাংসদদেরও দেশহিতে এই পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে দেশের ১৬২টি জেলা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাকে স্মারকপত্র পাঠানো হয়েছে। উত্তরপূর্বীয়দের মধ্যেও জনসচেতনতা বাড়াতে সংগঠনটি প্রচুর কাজ করছে। গত ১০ আগস্ট গুয়াহাটিতে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনজাগরণ অভিযান শুরু করেছে জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন। রাজ্যের কমপক্ষে ২০টি জেলায় সংগঠনটি ইতিমধ্যেই জনজাগরণের কাজ শুরু করেছে। ২০২১ সালে ফেব্রুয়ারিতে একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে ফাউন্ডেশন। এর জন্য জোরদার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন শৈলেন্দ্র পাণ্ডে।

লাভপুরে বৃদ্ধ দম্পতিকে নৃশংস ভাবে খুন

লাভপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বৃদ্ধ দম্পতিকে নৃশংস ভাবে খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বীরভূমের লাভপুর থানার কীর্ণাহারের ব্রাহ্মণ পাড়ায়।পুলিশের প্রাথমিক অনুমান মাথা থেতলে খুন করা হয়েছে ওই দম্পতিকে।শুক্রবার সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় লাভপুর থানার পুলিশ। গ্রামবাসীদের দাবি মেনে পুলিশ কুকুর আনা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য এলাকায়।

কীর্ণাহারের ব্রাহ্মণ পাড়ায় থাকতেন বৃদ্ধ দম্পতি। পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় (৭৮) ও স্বপ্না চট্টোপাধ্যায় (৬৮)। পূর্ণেন্দুবাবু অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও স্বপ্নাদেবী অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী। বাড়িতে তারা দু''জন মিলে থাকতেন। ছেলে কর্মসূত্রে বাইরে থাকে। এদিন সকালে যথারীতি রান্নার কাজে আসেন স্থানীয় বাসিন্দা সুপ্রিয়া বাগদি ওরফে ফুলি। তিনিই অনেকক্ষন দরজায় ডাকাডাকি করেন। কেউ সাড়া দিচ্ছে না দেখে বাড়ির কেয়ারটেকার স্বদেশ ঘোষকে তার বাড়িতে ডাকতে যায। বাড়ির মূল দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকায় মই দিয়ে পাঁচিল টপকে প্রতিবেশীরা জানলা থেকে দেখেন তাদের শোয়ার ঘরে দুটি আলাদা খাটে রক্তাক্ত অবস্থায় মৃতদেহ দুটি পড়ে আছে। পাশে পরেছিল হাতুড়ি ও রক্তাক্ত বাটখারা। দুজনের মাথায় ভারি জিনিস দিয়ে থেঁতলে মারার চিহ্ন স্পষ্ট। প্রতিবেশীরা খবর দেওয়া হয় লাভপুর থানায়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (বোলপুর) শিবপ্রসাদ পাত্র, বোলপুরের এসডিপিও অভিষেক রায়ের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছান জেলা পুলিশ সুপার শ্যাম সিং। পুলিশ কুকুর এনে তদন্তের দাবি তোলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সেই মত পুলিশ কুকুর আনা হলেও ঘরের মধ্যেই ঘুরপাক খায় পুলিশ কুকুর। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে,হাতুড়ি দিয়ে মাথা থেতলে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছে ওই দম্পতিকে।পুলিশ তদন্তে এসে বাড়ি থেকেই একটি হাতুড়ি ও একটি বাটখারা উদ্ধার হয়। ওই দুটি বস্তু দিয়ে আততায়ীরা থেতলে খুন করেছে।পুলিশের প্রাথমিক অনুমান চিলেকোঠার ছাদ দিয়ে আততায়ীরা বাড়িতে ঢুকে ছিল।চুরি করতে এসে দুষ্কৃতিদের চিনে ফেলে বৃদ্ধ দম্পতি। সেই কারনেই এই খুন বলে মনে করছে পুলিশ। তবে কোন মূল্যবান জিনিস এ হাত দেয়নি দুষ্কৃতীরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রাঁধুনী সুপ্রিয়া বাগদি বলেন, 'গতরাতে সাড়ে আট টা নাগাদ দুজন কে খাইয়ে আমি বাড়ি গেলাম। আজ সকালে এসে এই দৃশ্য দেখতে হবি নি।' এই বাড়িতে একাই থাকত ওই দম্পতি। তাদের ছেলে কল্লোল চট্টোপাধ্যায় কর্মসূত্রে আসানসোলে থাকে। ছেলে কল্লোল চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'প্রতিবেশীর কাছে ফোন পেয়ে ছুটে আসি। আমার সব শেষ হয়ে গেল। গত রবিবার ও বাড়ি এসেছিলাম পুজোর জামা কাপড় দিতে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের ব্যবস্থা নিক।'জেলা পুলিশ সুপার শ্যাম সিং বলেন, 'ইতিমধ্যেই কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তদন্ত চলছে।' হিন্দুস্থান সমাচার / হেমাভ

অনন্তনাগ-এনকাউন্টারে নিকেশ দু''জন লস্কর জঙ্গি, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

শ্রীনগর, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার বিজবেহারার সিরহামা এলাকায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দু''জন জঙ্গি। নিহত জঙ্গিরা লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিল। গুলির লড়াই শেষে এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বেআইনি সামগ্রী। তবে, নিহত জঙ্গিদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জঙ্গিদের গতিবিধির খবর পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার রাত থেকে বিজবেহারার সিরহামা এলাকায় অভিযান চালায় জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ, সিআরপিএফ এবং সেনাবাহিনীর ০৩ রাষ্ট্রী রাইফেলস। সারারাত ওই এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালাতে থাকে সুরক্ষা বাহিনী। শুক্রবার সকালে সুরক্ষা বাহিনী এবং জঙ্গিদের মধ্যে তীব্র গুলি বিনিময় শুরু হয়। কাশ্মীর জোন পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সিরহামা এলাকায় এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে দু''জন লস্কর জঙ্গি। উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বেআইনি সামগ্রী।

করিমগঞ্জে পরিবহণ দফতরের বেঁধে দেওয়া বিধি মানছেন না যানচালকরা, ভাড়া কমানোর আর্জি

করিমগঞ্জ (অসম), ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলার অবস্থা অত্যন্ত বেহাল। জেলায় কোনও প্রশাসন যন্ত্র আছে কি না, তা সন্দিহান বরাক অর্গানাইজেশন এনজিও-র সভাপতি মানই মিয়াঁ। তাঁর মতে, শাসক-বিরোধী উভয় দলের নেতারা করিমগঞ্জ জেলার সার্বিক উন্নয়ন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

মানই মিয়াঁর বক্তব্য, করোনার জেরে দীর্ঘদিনের লকডাউনের পর আনলক পর্ব শুরু হয়েছে। সাধারণ জনতার যাতায়াতের জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিবহণ বিভাগকে যান চলাচলের জন্য বেশ কিছু বিধি নিষেধ ধার্য করে দেওয়া হয়েছে।

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে অর্ধেক প্যাসেঞ্জার নিয়ে যানবাহন চালানানোর নির্দেশ জারি করেছিল জেলা পরিবহণ বিভাগ। এতে স্বাভাবিক ভাবেই ভাড়াও ছিল দ্বিগুন। কিন্তু জেলা পরিবহণ বিভাগের কর্মকর্তাদের চোখের সামনে যাত্রীবাহী ছোট-বড় যানবাহনগুলো গাদাগাদি করে যাত্রী বহন করছে। ভাড়া কিন্তু নিচ্ছে সেই দ্বিগুন। এ ব্যাপারে কোনও যাত্রী প্রতিবাদ করলে চালক সহচালক অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করারও বিস্তর অভিযোগ রয়েছে বলে জানান এনজিও সভাপতি।

বরাক অর্গানাইজেশন এনজিও-র সভাপতির আভিযোগ, করিমগঞ্জ শহর সহ জেলার গ্রামাঞ্চলে যে সব অটোরিকশা চলছে, এরাও দ্বিগুন ভাড়া আদায় করছে। সাধারণ যাত্রীরা আপত্তি জানালেই চালক সহচালকদের সঙ্গে বচসা বাঁধার ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলছে। এ নিয়ে প্রতিদিন জেলার কোথাও না-কোথাও যাত্রী ও চালকের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনার খবরও নাকি পাওয়া যাচ্ছে। এ সব ঘটনা যে জেলা পরিবহণ আধিকারিক জানেন না তা নয়। অকর্মণ্য ডিটিও কার্যালয় ও এনফোর্সমেন্ট বিভাগ তোলা আদায়ে ব্যস্ত। নির্বাক রয়েছে জেলার ট্রাফিক পুলিশও।

জেলার অন্যতম সামাজিক সংগঠন বরাক অর্গানাইজেশন এনজিওর সভাপতি মানই মিয়াঁ সহ অন্য কর্মকর্তারা অভিযোগ করে বলেছেন, জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষদের কাজেকর্মে যেতে ভাড়া বাবদ দ্বিগুণ টাকা গুনতে হচ্ছে। এমনিতেই করোনার কারণে দীর্ঘ লকডাউনের ফলে দিনমজুর ও শ্রমিক শ্রেণির জনগণের অবস্থা অত্যন্ত বেহাল। কর্মসংস্থান হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন এই শ্রেণির মানুষ। এমতাবস্থায় মাত্রাতিরিক্ত যাত্রী ভাড়া তাঁদের জীবনযুদ্ধকে আরও কঠিন করে তুলেছে। জেলার খেটে খাওয়া সাধারণ জনগনের দুর্দশার কথা চিন্তা করে যাত্রী ভাড়া স্বাভাবিক করতে জেলাশাসকের দৃষ্টি করেছেন বরাক অর্গানাইজেশন এনজিওর সভাপতি মানই মিয়াঁ ও অন্যরা।

নয়া কৃষিবিল এক দেশ এক বাজার তৈরি করবে, দাবি সম্বিত পাত্রর

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : অন্য সব সরকার চেয়েছিল কিষাণরা গরিবই থাকুক। নরেন্দ্র মোদী সরকারের নয়া কৃষিবিল এই ছবিটার আমূল পরিবর্তন আনবে। শুক্রবার কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই মন্তব্য করলেন বিজেপি-র জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। তিনি বলেন, নয়া কৃষিবিল 'এক দেশ, এক বাজার' তৈরি করবে।

সম্বিতবাবু বলেন, এই বিল নিয়ে এত বিতর্ক কিসের? লোকসভা ও রাজ্যসভায় চার ঘন্টা ধরে আলোচনা হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে সবাই কিষাণ, কিষাণ করে। কিষাণের দুঃখে যেন কাতর। কিন্তু কিষাণের সমস্যা সমাধানে কেউ এগিয়ে আসেনি। আগের সরকার চেয়েছে, কিষাণরা গরিবই থাকুক। তাহলে কাজ গোছাতে সুবিধা হবে। তৃণমূল, সিপিএম সবাই ছিল একই পথের পথিক।

সম্বিত পাত্র বলেন, ১৯৯১ সালে দেশে পরিকল্পনার সংস্কার বা উদারকরণ হলেও কৃষিক্ষেত্র এর সুফল পায়নি। ২০১৪-তে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন বিষয়ে একের পর এক বলদর্পী সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়েছেন। নয়া সিদ্ধান্তে কৃষকরা সবচেয়ে বেশি সুবিধা যেটা পাবে সেটা হল, মান্ডির বাইরে ইচ্ছেমত ফলন বিক্রি করতে পারবে। এখনও কৃষককেই গাড়ি ভাড়া করে ফলন নিয়ে যেতে হয় মান্ডিতে। ফড়েদের খপ্পরে পড়তে হয়। সারা দেশে বহু হাজার মান্ডি আছে। কিন্তু নয়া ব্যবস্থায় এই সব জটিলতা এড়ানো সম্ভব হবে।

সম্বিতবাবু বলেন, এতকাল লাভের গুড় খেয়েছে ফড়ে আর দালালরা। তাঁদের শর্ত মানতে হয় চাষিদের। কিন্তু নয়া কৃষি আইনে চাষি পূর্ণ অধিকার পাচ্ছে কোথায়, কীভাবে নিজের ফলন বিক্রি করবে। ভিন রাজ্যেও বাজার ধরতে পারবে। পশ্চিমবঙ্গে আলুর পর্যাপ্ত ফলন হয়। এখানকার আলুচাষি লাগলে ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ডেও ফলন বিক্রি করার সুযোগ পাবে। প্রতিযোগিতার সঙ্গে উৎপাদনও বাড়বে। আর প্রতিযোগিতা একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকবে না, হবে দেশজুড়ে। এক দেশ, এক বাজার তৈরি হবে একটা উন্নত পরিবেশ।

সম্বিত পাত্র বলেন, এতদিন চাষিদের ওপর করের বোঝা চাপত। এক এক রাজ্যে এই হিসেবটা এক এক রকম। এখন গোটা ব্যাপারটা করমুক্ত করে দেওয়ার কথা হয়েছে। পাওনা নিয়েও চাষিরা বাড়তি সুবিধা পাবে। বিলে বলা হয়েছে, তিন দিনের মধ্যে চাষি তার ফলনের টাকা পাবে। ধরা যাক, আজ কেউ ফলন বিক্রি করল। শনি-রবি যদি ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকে, তাহলে সোমবার অবশ্যই সে দাম পেয়ে যাবে। এটা চাষিদের কাছে একটা মস্ত সুযোগ। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

৫৮-লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ৯২,২৯০ : স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত ভারতে। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৫৮-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৫৮,১৮,৫৭১-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,১৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৮৬,০৫২ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৯২,২৯০ জন এবং মোট সংক্রমিত ৫৮,১৮,৫৭১ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪৭,৫৬,১৬৫ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৭০ হাজার ১১৬। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৯২,২৯০ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ৫,৫৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ১৪ জন, অসমে ৬০৮ জন, বিহারে ৮৭৮ জনের, চন্ডীগড়ে ১৪৪ জন, ছত্তিশগড়ে ৭৫২ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৫,১২৩ জনের, গোয়া ৩৮৩ জন, গুজরাটে ৩,৩৮১ জনের, হরিয়ানায় ১,২৫৫ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১৫০ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১,০৮৪, জনের, ঝাড়খণ্ডে ৬৫২ জনের, কর্ণাটকে ৮,৩৩১ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৬১৩ জন, লাদাখে ৫৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ২,১২২ জন, মহারাষ্ট্রে ৩৪,৩৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ৬২ জন, মেঘালয়ে ৪৩ জন, নাগাল্যান্ডে ১৬ জন, ওড়িশায় ৭৫২ জনের, পুদুচেরিতে ৪৮৭ জন, পঞ্জাবে ৩,০৬৬ জন, রাজস্থানে ১,৩৯৭ জনের, সিকিমে ৩১ জন, তামিলনাড়ুতে ৯,০৭৬ জন, তেলেঙ্গানায় ১,০৮০ জন, ত্রিপুরায় ২৬৫ জন, উত্তরাখণ্ডে ৫৪২ জন, উত্তর প্রদেশে ৫,৩৬৬ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪,৬০৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৫৯ শতাংশ রোগীর, সুস্থ হয়েছেন ৮১.৭৪ শতাংশ রোগী এবং চিকিৎসাধীন ১৬.৬৭ শতাংশ রোগী।

দক্ষিণ করিমগঞ্জের কোনও উন্নয়নই করতে পারেননি বিধায়ক আজিজ, অভিযোগ কংগ্রেস নেতা সিদ্দেকের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ক্ষমতাসীন দলের লেজুরবৃত্তি করা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আজিজ আহমদ খানের। সুপ্রাকান্দিতে বর্তমান সরকারের প্রস্তাবিত হেলিপ্যাডের নির্মাণ কাজ মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কেন? এ সম্পর্কে বিধায়ক আজিজের মুখে একটি শব্দও উচ্চারিত হচ্ছে না। কংগ্রেস আমলে দক্ষিণ করিমগঞ্জে মাকড়সার জালের মতো গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ হয়েছে। গত সাড়ে চার বছরে এআইইউডিএফ-এর বিধায়ক আজিজ আহমদ খান কয়টি পাকা সড়ক নির্মাণ করেছেন? এর কোনও সঠিক জবাব দিতে পারবেন না আজিজ। ''বাইচান্স''-এর বিধায়কের মুখে তাঁর নির্বাচন এলাকার সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে কোনও কথা নেই। আসলে এলাকার উন্নয়নে অশ্বডিম্ব আর বয়ানবাজিতে সিদ্ধহস্ত তিনি। এই থিওরি নিয়েই চলছেন দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক। এভাবেই বিভিন্ন এলাকায় ঘরোয়া বৈঠক ও পথসভায় বর্তমান বিধায়কের কাজকর্ম নিয়ে কটাক্ষ করেন প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমদ।

২১-এর নির্বাচনী মহড়া ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন সিদ্দেক। নির্বাচন ক্ষেত্রের বিভিন্ন এলাকায় ঘরোয়া বৈঠক, পথসভা ইত্যাদির মাধ্যমে বর্তমান বিধায়ক আজিজ আহমদ খানের ব্যর্থতা জনসমক্ষে তুলে ধরে সিদ্দেক বলেন, রাজ্য সরকারের ''মুখ্যমন্ত্রী সুহৃদ প্রকল্প'' থেকে গরিব রোগী ও মেধাবী পড়ুয়াদের সহায়তার জন্য বছরে প্রত্যক বিধায়ক ৫০ লক্ষ টাকা করে পেয়েছেন। চার বছরে সরকারি বরাদ্দ দুই কোটি টাকার প্রায় ৮০ শতাংশ দালালদের মাধ্যমে হাতিয়ে নিয়েছেন দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আজিজ আহমদ খান। বিধায়কের বিরুদ্ধে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে প্রাক্তনমন্ত্রী সিদ্দেক আহমদ দাবি করেন, সময়ে এ সব দুর্নীতির তথ্য প্রমাণ জনসমক্ষে তুলে ধরবেন তিনি।

প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমদ নিজের হারানো জমি ফিরে পেতে গোটা দক্ষিণ করিমগঞ্জ নির্বাচন এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন। জনসম্পর্ক অভিযানে নেমেছেন সিদ্দেক আহমদ। দলীয় কর্মী সমর্থকদের অক্সিজেনের জোগান দিতে তাঁদের সঙ্গে নির্বাচনী কৌশল নিয়ে শলা পরামর্শ করে চলছেন। সংবাদ মাধ্যমের সামনে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন প্রাক্তন মন্ত্রী বলেন, উন্নয়নের নিরিখেই এলাকার মানুষ তাঁকে পর পর তিনবার বিধায়ক নির্বাচিত করেছেন। জনগণের আশীর্বাদেই বিধায়ক থেকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হয়েছেন। এলাকার উন্নয়নে দিনরাত এক করে কাজ করেছেন। অনেক কাজ অসম্পূর্ণ ছিল। বর্তমান বিধায়ক আজিজ আহমদ খান এলাকার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কোনও ভূমিকা পালন করতে পারেননি বলেও খেদ প্রকাশ করেন সিদ্দেক।

উল্টো তাঁর কার্যকালের অনুমোদিত বহু প্রকল্প দক্ষিণ করিমগঞ্জকে হারাতে হয়েছে। বলেন, বিশেষ করে মুখ থুবড়ে পড়েছে এরালিগুলে অর্ধনির্মিত আইটিআই, কেউটকোণা গ্রাম পঞ্চায়েতের রূপারগুলে প্রস্তাবিত ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, নিলামবাজারে জাতীয় সড়ক সংলগ্ন স্থানে প্রস্তাবিত কমার্শিয়াল এস্টেটট সহ বহু প্রকল্প। উন্নয়নের নিরিখে জনগণ এখনও তাঁর পাশে আছেন। তাই আগামীতে ফের তাঁকেই জনতা নির্বাচিত করবেন বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন সিদ্দেক আহমদ।

আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলুন, কৃষকদের কাছে আর্জি অমরিন্দর সিংয়ের

অমৃতসর, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কৃষি বিলের প্রতিবাদে ক্ষোভ ক্রমশই বাড়ছে কৃষকদের মধ্যে। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ বাড়াতে বিক্ষোভ-আন্দোলনের পথে নেমেছেন পঞ্জাব-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের কৃষকরা। কৃষি বিলের প্রতিবাদে শুক্রবারই ''বনধ''-এর ডাক দেওয়া হয়েছে। ''বনধ'' শান্তিপূর্ণভাবে পালনের জন্য কৃষকদের কাছে আবেদন রেখেছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। শুক্রবার সকালে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, কঠোরভাবে আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলার জন্য কৃষকদের কাছে অনুরোধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। একইসঙ্গে কোভিড-১৯ সেফটি প্রটোকল মেনে চলারও অনুরোধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কৃষি বিলের প্রতিবাদে তিন-দিনের ''রেল-রোকো'' আন্দোলনও চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকরা। ২৪-২৬ সেপ্টেম্বর তিন-দিনের ''রেল-রোকো'' আন্দোলনের ডাক দিয়েছে কিষাণ মজদুর সংঘর্ষ কমিটি, পরে বিভিন্ন কৃষি সংগঠন এই আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছে। তিন-দিনের ''রেল রোকো'' আন্দোলনের জেরে ২৪-২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৪ জোড়া বিশেষ ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।

সর্বোচ্চ রেকর্ড ! ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১৪.৯২ লক্ষেরও বেশি করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দৈনিক কোভিড-১৯ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ রেকর্ড ভারতে! বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১৪.৯২ লক্ষেরও বেশি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৬.৮৯ কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৪,৯২,৪০৯টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৪ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত সমগ্র দেশে ৬,৮৯, ২৮,৪৪০টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।কোভিড-১৯ পরীক্ষার দৈনিক টেস্ট সংখ্যা সত্যিই স্বস্তিদায়ক। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১৪,৯২,৪০৯টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। যা সাম্প্রতিক করোনা-টেস্টের নিরিখে অনেকটাই বেশি। সবমিলিয়ে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতে ৬,৮৯,২৮,৪৪০টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

বাড়ছে উদ্বেগ ! করোনা-আক্রান্ত তিহার জেলের ডিজি

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দিল্লিতে করোনাভাইরাসের প্রকোপ থামছে না, বরং আরও বেড়েই চলেছে। এবার প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রণ হলেন তিহার জেলের ডিরেক্টর জেনারেল (প্রিজন) সন্দীপ গোয়েল। শুক্রবার তিহার জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ডিরেক্টর জেনারেল (প্রিজন) সন্দীপ গোয়েলের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে।

গত ১৩ সেপ্টেম্বর তিহার জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, দিল্লির তিহার জেল কারাগারে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২৫। তাঁদের মধ্যে ২০ জনই কারাগারের কর্মী। এবার ডিরেক্টর জেনারেল (প্রিজন) সন্দীপ গোয়েল করোনা-আক্রান্ত হওয়ায় উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনার বাড়বাড়ন্ত ! বিশ্বখ্যাত কার্নিভাল স্থগিত ব্রাজিলে

রিও ডি জেনেইরো, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপ থেকে এখনও মুক্তি পায়নি ল্যাটিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিল। বরং প্রকোপ এখনও আগের মতোই রয়েছে বলা যেতে পারে। করোনা-প্রকোপের কারণেই অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোর বিশ্ব বিখ্যাত কার্নিভাল প্যারেড। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে হওয়ার কথা ছিল কার্নিভাল, কিন্তু বৃহস্পতিবারই স্থানীয় আয়োজক গ্রুপের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হচ্ছে রিও ডি জেনেইরোর ফেব্রুয়ারি ২০২১ এডিশন কার্নিভাল। বার্ষিক কার্নিভাল প্যারেড আয়োজনকারী গ্রুপের সভাপতি জর্জ কাস্তানহেইরা জানিয়েছেন, ''আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে কার্নিভাল স্থগিত করতে হবে। ফেব্রয়ারিতে আমরা কার্নিভাল করতেই পারি না।'' কার্নিভাল ঠিক কবে হবে, সে বিষয়ে এখনই কিছু জানানো হয়নি। উল্লেখ্য, ব্রাজিলে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪.৭ মিলিয়নের বেশি মানুষ। করোনা কেড়ে নিয়েছে ১৪০,০০০ জন মানুষের প্রাণ। বিগত দু''সপ্তাহ ধরে ব্রাজিলে দৈনিক মৃত্যু হচ্ছিল ৭০০-রও বেশি মানুষের এবং আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৩০ হাজারের কাছাকাছি।

কৃষি বিলের বিরোধিতায় অবরোধে যান চলাচল বিপর্যস্ত

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কৃষি বিলের বিরোধিতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের নানা অঞ্চলে অবরোধ হয়। এতে বিপর্যস্ত হয় যান চলাচল।পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ও নারায়ণগড়ে জাতীয় সড়কে সমাবেশের ফলে ব্যহত হয় কলকাতা-মুম্বই যোগাযোগ। অন্যত্র অবরোধ হওয়া সড়কগুলোর মধ্যে আছে মুর্শিদাবাদের মোরগ্রাম, পশ্চিম বর্ধমানের পানাগড়, বীরভূমের ইলমবাজার। এ ছাড়াও, বাঁকুড়া জেলাসদর ও নদিয়ায় রাণাঘাটে জাতীয় সড়কে। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র এ কথা জানিয়ে প্রতিটি অবরোধের কিছু ছবি টুইট করেন। এই সঙ্গে জানান, কৃষি বিলের রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদের মধ্যেই দলীয় কর্মীরা উত্তরবঙ্গের নাগরাকাটা ও জলপাইগুড়িতে জলমগ্ন বাসিন্দাদের উদ্ধারকাজে হাত লাগান। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কলেজ স্কোয়ার ভিতরে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু বৃদ্ধের

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি স): ফের কলেজ স্কোয়ারে মৃত্যু। তবে এবার জলে ডুবে নয় বড় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু। শুক্রবার কলেজ স্কোয়্যারের মধ্যে কলকাতা পুরসভার গাড়ির ধাক্কায় বৃদ্ধের মৃত্যু।

অভিযোগ উঠেছে, শুক্রবার সকালে বাজার করে কলেজ স্কোয়্যারের ভিতর দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন বছর ৭২-র ওই ব্যক্তি। সেই সময় পুরসভার গাড়ি তাঁকে চাপা দেয়। কলেজ স্কোয়ার পার্ক থেকে উদ্ধার হয়েছে রক্তাক্ত দেহ। ইতিমধ্যেই দেহ পাঠানো হয়েছে ময়না তদন্তের জন্য। জানা গিয়েছে মৃত ওই ব্যক্তি সুবীর মোদক সূর্য সেন স্ট্রিটের বাসিন্দা। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে যেখানে কলেজ স্কোয়ারের ভিতরে বাইক ঢোকা নিষিদ্ধ সেখানে পুরসভার গাড়ি কী করছিল।

মিমিকে কটুক্তি ট্যাক্সিচালকের, শনাক্ত করতে আদালতে তৃণমূল সাংসদ

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি স):কিছুদিন আগেই খাস কলকাতায় তারকা সাংসদ মিমি চক্রবর্তীকে কটূক্তির অভিযোগ ওঠে এক ট্যাক্সিচালকের বিরুদ্ধে। হেনস্থাকারি ট্যাক্সিচালক বর্তমানে পুলিশি হেফাজতে। শুক্রবার আলিপুর আদালতে গিয়ে অভিযুক্ত ট্যাক্সিচালককে শনাক্ত করলেন তারকা সাংসদ মিমি চক্রবর্তী। ঘটনার সূত্রপাত বেশ কিছু দিন আগে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে নিজের গাড়িতেই ছিলেন তৃণমূল সাংসদ মিমি চক্রবর্তী। কিন্তু তার গাড়ির কাঁচ নামানো ছিল। সেই সময় উল্টো দিকে থাকা একটি ট্যাক্সি চালক থেকে তাঁকে কটূক্তি করে বলে অভিযোগ। এমনকি অশ্লীল ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ তারকা সাংসদের। এমনকি মিমি চক্রবর্তীকে কটূক্তি করেন ওই ট্যাক্সি চালক অভিযোগ অভিনেত্রীর। এরপর পুরো বিষয়টি পুলিশকে জানান সাংসদ। এমনকি লিখিতভাবে অভিযোগও দায়ের করেন তিনি। এরপরেই ওই অভিযুক্ত ট্যাক্সি চালককে গ্রেফতার করে গড়িয়াহাট থানার পুলিশ। ঘটনার জেরে সংবিধানের ৩৫৪, ৩৫৪এ, ৩৫৪ডি এবং ৫০৯ ধারায় অভিযোগ দায়ের হয় ওই ট্যাক্সি চালকের বিরুদ্ধে। এইসবের মাঝেই ১৮ সেপ্টেম্বর আলিপুর আদালতে গিয়ে গোপন জবানবন্দি দেন তারকা সাংসদ মিমি চক্রবর্তী। আর এদিন আলিপুর আদালতে গিয়ে ট্যাক্সিচালককে শনাক্ত করেন মিমি।

রাজধানী

● প্রথম পাতার পর

টি স্কুটির মালিক রাজীব দাসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। স্কুটি টি ফিরে পাওয়ায় সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন স্কুটির মালিক রাজীব দাস সহ স্থানীয় জনগণ। পুলিশের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তারা।

আইজিএম হাসপাতাল চত্বর থেকে সন্ধা রাতে একটি বাইক চুরি হয়ে গেছে। জানা যায় আইজিএম হাসপাতাল চত্বরে বাইকটির রেখে বাইকের মালিক প্রসূতি বিভাগের রোগীকে খাবার দিতে গিয়েছিলেন। খাবার দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ফিরে এসে লক্ষ্য করেন তার বাইকটি সেখানে নেই। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি তিনি বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীদের জানান। কিন্তু তারা এ বিষয়ে কিছুই জানাতে পারেনি। আইসিএম হাসপাতালে সিসি ক্যামেরা দেখে বাইকটি কোন দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সে বিষয়ে তথ্য দেওয়ার কথা বলা হলে বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীরা জানায় সিসি ক্যামেরা নাকি বিকল হয়ে রয়েছে। বিষয়টি আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ এসে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। তবে চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধারের কোনো সংবাদ নেই। পার্কের মালিক জানান রাজধানী আগরতলা শহরের প্রায় সবকটি রাস্তাতেই সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে।আইজিএম হাসপাতালে নিরাপত্তা বলয় থেকে বাইকটি চুরি করে নিয়ে যাওয়ার পথে কোন দিক দিয়ে বাইকটি নিয়ে গেছে তা সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়ার কথা। এই সূত্র ধরে অতি সহজেই পুলিশ উদ্ধার করতে সক্ষম হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি।

রাজধানী আগরতলা শহরে পশ্চিম থানার নাকের ডগায় পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে একটি দোকানে গতকাল রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। দোকানের দরজা ভেঙ্গে চুরে দল ভিতরে ঢুকে প্রচুর জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে। শুক্রবার সকালে দোকানের মালিক দোকান খুলতে এসে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি তিনি পশ্চিম থানার পুলিশকে জানান। খবর পেয়ে পুলিশ এসে ঘটনা তদন্ত করেছে। উল্লেখ্য গত এক মাস আগেও একই দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। এক মাসের মধ্যে একেই দোকানে দুবার চুরির ঘটনা ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।পুলিশ এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করল চুরি যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার কিংবা চোরকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়নি।পরপর এসব চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।রাজধানী আগরতলা শহরের নিরাপত্তা বলয় এলাকায় এ ধরনের চুরির ঘটনার পর পুলিশ এর অস্তিত্ব নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। আগরতলা শহর এলাকায় রাত্রিকালীন পুলিশি টহল নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে নানা প্রশ্ন তুলেছেন। রাত্রিকালীন পরিচিত হলে গাফিলতির কারণেই এ ধরনের চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ।রাত্রিকালীন আগরতলা শহর এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন স্থানীয় জনগণ এবং ব্যবসায়ীরা।

প্রেমতলায়

● প্রথম পাতার পর

করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এ ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি উঠেছে। এদিকে, কাঞ্চনপুরে এক মহিলাকে মারধর ও শ্লীলতাহানি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। চারজনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তরা হল জয়ন্তী রিয়াং, দেবেন্দ্র রিয়াং, বলেন্দ্র রিয়াং, ধীরেন্দ্র রিয়াং।

আটক

● প্রথম পাতার পর

ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। চুরাইবারি সীমান্ত এলাকায় আটক ৩ নাইজেরিয়ান যুবককে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। তিন যুবককে আটক করা হলেও তাদের কাছ থেকে আপত্তিকর কোনো জিনিসপত্র উদ্ধার করা যায়নি বলে জানা গেছে। পাসপোর্ট বিধির লঙ্ঘন করে অনুপ্রবেশ করে তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ।

ধর্ষণ

● প্রথম পাতার পর

সাবীর আলীর বিরুদ্ধে আমবাসা থানায় মামলা করে, মামলা নাম্বার ৪৩/২০২০ ধারা প্রয়োগ করা হয় ৩৭৬(২)(এল) থানা সূত্রে খবর অভিযুক্ত সাবীর আলীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে আজ আদালতে সোপার্দ করে।

আন্দোলন

● প্রথম পাতার পর

ভালো কোন ব্যবস্থা নেই।এসব বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে কোনো প্রতিকার না পাওয়ার ফলে শুক্রবার সকাল থেকেই ওইসব এলাকার লোকজন ঐক্যবদ্ধভাবে ১০ মাইল এলাকায় রাস্তা অবরোধ করেন। অবরোধের খবর পেয়ে পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরুদ্ধ ছুটে আসেন। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে তারা আলোচনায় বসার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রশাসনের কর্মকর্তারা ওইসব জনজাতি অংশের মানুষজনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন খুব শীঘ্রই এলাকায় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে। রাস্তাঘাট সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বিদ্যুৎ পরিষেবা মান উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর আপাতত তারা পথ অবরোধ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।তবে তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দাবি পূরণ না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন।

নতুন

● প্রথম পাতার পর

অতিথিগণ।

অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা বলেন, আজকের দিনটি মহান দিন। এই দিনে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি এক নতুন ভারত গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। উপমুখ্যমন্ত্রী আজ পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে বলেন, কানপুর কলেজে পড়াশুনা করার সময় থেকেই তিনি আর এস এস-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পরবর্তী সময় দেশ এবং মানব সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ধারায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং একাত্ম মানবতাবাদ ও সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদের উপর জোর দিয়েছিলেন। যাতে রাজনৈতিক নৈতিকতার মধ্যে সংস্কৃতির মূল ধারাও প্রস্ফুটিত হয়। জিষ্ণু দেববর্মা-র কথায়, তিনি বলতেন রাজনৈতিক চিন্তাধারা আধ্যাত্মিকতাবাদ ছাড়া কখনো সফল হতে পারেনা। এদিন অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের শিল্পীগণ সংগীত পরিবেশন করেন।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কর্মীরা সাধারণ মানুষের সেবায় নিযুক্ত রয়েছেন। অনেকে প্রাণও হারিয়েছেন। অন্যকে সাহায্য করতে গিয়ে বিজেপি কার্যকর্তারা সংক্রমিত হয়ে পড়েছেন। আপনাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পণ্ডিত দীনদয়ালজির সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়নি আমার। কিন্তু তাঁর আদর্শ ও চিন্তাভাবনা, প্রতি মুহূর্তে অনুপ্রেরণা জোগায়। রাষ্ট্র এবং সমাজ হিসেবে ভারতকে উন্নততর করে তোলায় দীনদয়ালজির ভূমিকা আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়। দীনদয়ালজি ভারতের রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি এবং রাজনীতি, সব কিছু নিয়ে লিখেছিলেন দীনদয়ালজি। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, দীনদয়ালজি অত্যন্ত দূরদর্শী ছিলেন। স্বাধীন ভারতের রূপরেখা তৈরিতে যখন বিদেশি নীতি অনুসরণ করা হচ্ছিল, সেইসময় দেশীয় সংস্কৃতির উপর জোর দিয়েছিলেন দীনদয়ালজি।

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, যুবসমাজ, শ্রমিকশ্রেণী এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণে বর্তমানে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলির তরফে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। করদাতা মানুষ যাতে সমস্যার মুখোমুখি না হন তার জন্য 'ফেসলেস ট্যাক্স সিস্টেম' কর ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্বাধীনতার পরে বহুবছর ধরে কৃষক ও শ্রমিকদের কল্যানে অনেক দাবি-দাওয়া উঠেছিল, অনেক স্লোগানও দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে সব মিথ্যে প্রতিশ্রুতি ছিল। নাম-না করেই কংগ্রেসকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রের কল্যাণ ছেড়ে কিছু মানুষ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই বহু বছর ধরেও সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি সাহায্য পৌঁছয়নি। তাদের নীতি সাধারণ মানুষের বোধগম্য হত না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, করের বোঝা বাড়লেও, এত দিন কৃষকদের আয় বাড়েনি। বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ সরকারই তাঁদের কথা ভেবেছে। আগের চেয়ে দেড়গুণ বেশি সহায়ক মূল্য তুলে দিয়েছেন তাঁদের হাতে। ব্যাঙ্কের সঙ্গে কৃষকদের সরাসরি সংযোগ স্থাপন করায় সচেষ্ট হয়েছে সরকার। পিএম কিষান সম্মান নিধি যোজনার মাধ্যমে ১০ কোটির বেশি কৃষককে ১ লক্ষ কোটির বেশি টাকা দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রচেষ্টাটি ছিল, বেশি সংখ্যক কৃষকদের কাছে কিষান ক্রেডিট কার্ড সরবরাহ করা, যাতে তাঁরা সহজে ঋণ নিতে পারেন। বেশি সংখ্যক কৃষিকদের হাতে ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। আগে যাঁদের ২ হেক্টর পর্যন্ত জমি ছিল, তাঁরাই কিসান ক্রেডিট কার্ড পেতেন। আজ সকলেই এই সুবিধা পান। বর্তমানে পশুপালন এবং মাছ চাষে যাঁরা নিযুক্ত রয়েছেন, তাঁরাও এই সুবিধা পাচ্ছেন।

বিরোধীদের আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যাঁরা মিথ্যে বলে এত দিন কৃষকদের পাওনা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিলেন, এখন কৃষকদের কাঁধে বন্দুক রেখে চালাচ্ছেন তাঁরা। সরকারি নীতি নিয়ে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন। কৃষকদের মতোই বহু বছর ধরে শ্রমিকদের আইনের জাঁতাকলে আটকে রাখা হয়েছিল। ক্ষেত, নির্মাণ, সংবাদমাধ্যম, চিত্রনির্মাণ শিল্পে যুক্ত শ্রমিকদের জন্য আলাদা আলাদা আইন ছিল। তাই বিচারের জন্য বছরের পর বছর ধরে আদালতের চক্কর কাটতে হতো তাঁদের। শ্রমিক আইনকে আগের চেয়ে সরল ও সোজা করা হয়েছে, এই দাবি করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, দেশের ৫০ কোটি শ্রমিকরা যাতে সময়ে বেতন পান, আইনি ভাবে তা সুনিশ্চিত করতে উদ্যোগী হয়েছি আমরা। এত দিন দেশের ৩০ শতাংশ শ্রমিকরাই ন্যূনতম বেতন পেতেন। আগামী দিনে অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত সমস্ত শ্রমিকও তা পাবেন। এ বার থেকে ঠিকা শ্রমিকরাও নিয়মিত বেতন পাবেন। আগে যে শ্রমিক আইন ছিল, তাতে দেশের মহিলা শ্রমিকদের জন্য নিরাপত্তা ছিল না। নয়া আইনে তাঁরাও পুরুষদের সমান সুযোগ সুবিধা পাবেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, কেন্দ্র হোক রাজ্য, বিজেপি সরকার সমাজের সকলকে সমান সুবিধা দেওয়ার পক্ষপাতী। আমাদের কাছে দেশের চেয়ে বড় কিছু নেই। এক বছর আগে দেশবাসী বিজেপিকে ফের ক্ষমতায় এনেছে। তাঁদের জন্য অনেক পরিবর্তন এনেছি আমরা।

কেন্দ্রীয় সরকার কী কী প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে সেই খতিয়ান তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ঘরে ঘরে জল ও গ্রামে গ্রামে ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি আমরা। করোনা কালেও আমরা মানুষের পাশে থেকেছি। দেশের প্রতিটি কোণে সাহায্যে পৌঁছে দিয়েছেন বিজেপির কার্যকর্তারা।

২৮ অক্টোবর

● প্রথম পাতার পর

অরোরা জানিয়েছেন, ২৮ অক্টোবর প্রথম দফায় বিহারের ১৬টি জেলার (উগ্র-বাম অধ্যুষিত জেলাগুলিতেও) ৭১টি বিধানসভা আসনে হবে ভোটগ্রহণ। দ্বিতীয় দফায়, ৩ নভেম্বর ১৭টি জেলার ৯৪টি বিধানসভা আসনে হবে ভোটগ্রহণ। তৃতীয় দফায়, ৭ নভেম্বর ১৫টি জেলার ৭৮টি বিধানসভা আসনে হবে ভোটগ্রহণ। করোনা-সঙ্কটের মধ্যে এই নির্বাচন ঘিরে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হবে, এটাই স্বাভাবিক। এদিন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানান, ৭ লক্ষের বেশি হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউনিট, প্রায় ৪৬ লক্ষ মাস্ক, ৬ লক্ষ পিপিই কিট, ৬.৭ লক্ষ ফেস-শিল্ড, ২৩ লক্ষ (জোড়া) হ্যান্ড গ্লাভসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভোটারদের জন্য ৭.২ কোটি (একবার ব্যবহারযোগ্য) হ্যান্ড গ্লাভসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানান, কোয়ারেন্টাইনে থাকা করোনা রোগীরাও ভোট দিতে পারবেন, ভোটগ্রহণের শেষ দিনে, নিজেদের পোলিং স্টেশনে। এছাড়াও তাঁদের জন্য পোস্টাল ফেসিলিটির বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে। পোলিং স্টেশনে ভিড় কমাতে এবং ভোটারদের স্বার্থে এক ঘন্টার জন্য ভোটদানের সময় বাড়ানো হয়েছে, সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা ছ''টা (সাতটা থেকে পাঁচটার পরিবর্তে) পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ। তবে উগ্র-বাম অধ্যুষিত অঞ্চলে এই বর্ধিত সময় প্রযোজ্য নয়। শুক্রবার থেকেই নির্বাচনী আচরণ বিধি লাগু হয়েছে বিহারে।

বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে চতুর্থ বার বিহারে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন নীতীশ কুমার। তাঁদের এনডিএ জোটে শামিল রয়েছে চিরাগ পাসোয়ানের লোক জনশক্তি পার্টি, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জিতন রাম মাঝির হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চাও। বিরোধী জোট ছেড়ে সম্প্রতি নীতীশের সঙ্গে হাত মেলান জিতন। যৌথ ভাবে তাঁদের টক্কর দেবে রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) এবং কংগ্রেস। পশুখাদ্য দুর্নীতি মামলায় এই মুহূর্তে জেলবন্দি আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব। সূত্রের খবর, জেলে বসেই তিনি রণকৌশল তৈরি করছেন। এদিন বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ জানিয়েছেন, ''বিহারে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে এনডিএ এবং নীতিশ কুমার ফের মুখ্যমন্ত্রী হবেন।'' আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বলেছেন, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। এই সরকারের থেকে মুক্তি চাইছে বিহারের জনগণ। নির্বাচনে জেডি (ইউ) নয়, আমাদের লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে।

এডিসি

● প্রথম পাতার পর

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পালন করেনি। ফলে পাহাড়ের মানুষ আসন এডিসি নির্বাচনের আশায় আছে। জবাব দেবে আসন্ন নির্বাচনে। আর আসন্ন নির্বাচনে জয় নিয়ে আইএনপিটি একপ্রকার নিশ্চিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আইএনপিটির প্রবীণ নেতা শ্রুতা রঞ্জন তিশা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

কমিশনারের গুরুত্ব আরোপ

পারেন এবং সেজন্য কমিশনের গৃহীত নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়মাবলী নির্বাচকদের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। এই ওয়েবিনারে নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার বলেন, মহামারির সময়েও নির্বাচকরা সুষ্ঠ নির্বাচনের প্রত্যাশা রাখেন। তিনি অংশগ্রহণকারী সমস্ত নির্বাচন ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলির কাছে আবেদন জানান, নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করা এবং তার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ থাকার। এই ওয়েবিনারে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফিজি, রিপাবলিক অব কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তাইওয়ান, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ ও মালয়-র প্রতিনিধিরা। আন্তর্জাতিক স্তরের অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলির মধ্যে ছিলো আই ডি ই এ, এ-ওয়েব এবং আই এফ ই এস। এই ওয়েবিনারের মাধ্যমে কোভিড-১৯ সময়ে নির্বাচন পরিচালনার বিভিন্ন অভি'তা তুলে ধরার এবং অন্যদের অভি'তা জানার সুযোগ হয়েছে।

বিক্ষোভ আন্দোলন

বিক্ষোভের মাঝে আলোচনা রাখতে গিয়ে বক্তারা কেন্দ্রের মোদী সরকারের কৃষি সংক্রান্ত বিলের তীব্র বিরোধিতা করে , প্রত্যাহারের দাবি জানান।

গোটা দেশের সাথে তাল মিলিয়ে গন্ডাছড়া মহকুমাতেও শুক্রবার বাম ট্রেড ইউনিয়ন সিআইটিইউ সহ দশটি সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠনের ডাকে কৃষি বিল বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়। এদিন সকাল এগারোটায় সিপিএম গন্ডাছড়া মহকুমা কার্যালয়ের সামনে থেকে একটা বিশাল মিছিল বের হয়ে গন্ডাছড়া শহর এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউ গন্ডাছড়া মহকুমা সম্পাদক সুশান্ত হাজারি, পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য তথা প্রাক্তন বিধায়ক ললিত ত্রিপুরা, পার্টির গন্ডাছড়া মহকুমা সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, জিএমপি গন্ডাছড়া মহকুমা সম্পাদক সুমতি রঞ্জন চাকমা, যুব নেতৃত্ব শৈলেশ দাস, বিশ্বজিত সরকার প্রমুখরা। এদিনের বিক্ষোভ মিছিলকে ঘিরে পুলিশের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মত। এদিকে তেলিয়ামুড়া এবং নতুনবাজারেও একই বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করেছে সিপিআইএম।

দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবী

ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন সাংবাদিকদের উপর এই ঘৃণ্য আক্রমণের ঘটনার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছে এবং অবিলম্বে দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানানো হচ্ছে। এদিন সকালে বিলোনিয়ার ভাতখোলায় একটি রাজনৈতিক উত্তেজনার খবর পেয়ে সেখানে ছুঁটে গিয়েছিলেন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দুইজন সুমন নাগ ও সমীর দেবনাথ। সেখান থেকে বিলোনিয়া ফেরার পথে সাংবাদিকরা বাড়পাথরি বাজারে পৌঁছুলে দেখতে পান কতিপয় দুর্বৃত্ত একটি দোকানে হামলা চালাচ্ছিল। এই ঘটনা দেখতে পেয়ে সাংবাদিকরা তখন দূর থেকেই গোটা ঘটনাটিকে ক্যামেরাবন্দী করছিলেন। এই সময়ে ২০-২৫ জনের একটি দুবৃত্ত দল ছুটে এসে সাংবাদিকদের উপর হামলে পড়ে। কেন এই ছবি তোলা হচ্ছে এই বলে সাংবাদিক সুমন নাগ ও সমীর দেবনাথকে এলোপাথারি মারধোর করতে থাকে এবং ক্যামেরা ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এরপর সাংবাদিককে সমীর দেবনাথকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এই বলে যে তাকে মেরে ফেলা হবে। ওই পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার্থে সাংবাদিক সুমন নাগ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও মহকুমার পুলিশ আধিকারিকের সাথে ফোন যোগাযোগ করে তাদের উদ্ধারের আবেদন জানান। ঘটনাচক্রে এই দুই পুলিশ আধিকারিকই ভাতখোলায় অবস্থান করে রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনে অবস্থান করছিলেন। খবর পেয়ে সেখান থেকে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে সাংবাদিকদের উদ্ধার করেন। এই ঘটনায় পুরান রাজবাড়ি থানায় দোষীদের নামধাম সহ একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার পর ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের জেলা ও মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রণবীর দেববর্মা, মহকুমা শাসক মানিক দাসের সাথে সাক্ষাৎ করে দোষীদের বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান ও সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সুরক্ষা নিশ্চয়তা করার আবেদন জানান। জেলাশাসক সঙ্গে সঙ্গেই দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটি, দক্ষিণ জেলা কমিটি ও বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের উপর এই হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে ও দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানাচ্ছে।

এদিকে, এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস ইউনিয়ন। সংগঠনের তরফ থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করার দাবী করছে ইউনিয়ন। পাশাপাশি সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবীও জানিয়েছে ইউনিয়ন।

ক্রীড়াঙ্গন

নিজের অবস্থান পরিষ্কার করলেন গাভাস্কার

বিরাট কোহলির সঙ্গে আনুশকা শর্মাকে জড়িয়ে করা মন্তব্য নিয়ে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন সুনিল গাভাস্কার। ভারতীয় এই ব্যাটিং কিংবদন্তি মনে করেছেন, তার কথাকে অন্যভাবে নেওয়া হয়েছে। জানিয়েছেন, কোহলির ব্যর্থতার জন্য আনুশকাকে কোনো দায় দেননি তিনি।কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের বিপক্ষে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের বৃহস্পতিবারের ম্যাচের দিন বাজে কাটে কোহলির। প্রথমে ১৩২ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলা লোকেশ রাহুলের ক্যাচ পরপর দুই ওভারে ছাড়েন তিনি। পরে ব্যাট হাতে করেন মাত্র এক রান।কোহলি ব্যাটিংয়ে থাকা অবস্থায়ই তার অনুশীলনের ঘাটতি নিয়ে আকাশ চোপড়ার সঙ্গে কথা বলেন গাভাস্কার। প্রসঙ্গক্রমে আসে কোহলির স্ত্রীর নাম। সে সময়ের ৩৪ সেকেন্ডের একটি ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।যা নিয়ে শুরু হয় আলোচনা-সমালোচনা। এমন মন্তব্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন আনুশকাও। এরপরই শুক্রবার ইন্ডিয়া টুডেকে সবকিছু পরিষ্কার করেন গাভাস্কার।"যেহেতু আপনারা ধারাভাষ্য থেকে শুনেছেন, আকাশ ও আমি হিন্দি চ্যানেলে ধারাভাষ্য করছিলাম। তখন আকাশ বলছিল যে, এত দিন যথাযথ অনুশীলনের জন্য সবার কাছে খুবই সামান্য সুযোগ ছিল। কিছু ক্রিকেটারের পারফরম্যান্সে মরিচা পড়ার বিষয়টি প্রথম ম্যাচে মূলত ফুটে উঠেছিল। প্রথম ম্যাচে রোহিত ভালোভাবে বল মারতে পারছিল না, ধোনিও পারছিল না এবং বিরাট কোহলিও। বেশিরভাগ ব্যাটসম্যানের এটা হয়েছে অনুশীলনের ঘাটতির কারণে।"'এটাই ছিল পয়েন্ট এবং বোঝানো হয়েছিল সেটাই। বিরাটও কোনো অনুশীলন করতে পারেনি, কেবল আনুশকার বোলিংয়ের বিপক্ষে বাসার ছাদের ওইটুকুই। আমি এটাই বলেছি। শুধু বোলিং, আমি অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করিনি। সে তাকে বোলিং করেছিল, এটাই। কোথায় আমি তাকে দোষারোপ করলাম? সেক্সিস্টের মতো কোন কথাটা বললাম আমি?''

করোনাভাইরাসের কঠিন এই সময়ে অন্য সবার মতো ঘরবন্দি ছিলেন কোহলিও। যথাযথ অনুশীলনের সুযোগ ছিল না তার। তাই বাসার ছাদে স্ত্রী আনুশকার বোলিংয়ের বিপক্ষে মজার ছলেই করেন ব্যাটিং। যা স্বাভাবিকভাবেই খুব একটা কাজে আসবে না কোহলির, সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করেছেন বলে জানালেন গাভাস্কার।''আমি বোঝাতে চেয়েছি, লকডাউনে বিরাটসহ কেউই অনুশীলন করতে পারেনি। আমি সেক্সিস্ট কোনো কথা বলিনি। যদি কেউ এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করে, আমি কি করতে পারি?...আমি কেবল বলেছি, ভিডিওতে দেখাচ্ছে সে বিরাটকে বোলিং করছে। লকডাউনে ওই বোলিংটাই কেবল খেলেছে বিরাট। এটা ছিল মজার ছলে খেলা, যেটা এই লকডাউনে লোকে সময় কাটাতে করেছে। এটাই। বিরাটের ব্যর্থতার জন্য তাকে আমি দায় দিলাম কোথায়?''

দেশের বাইরে সফরে ভারতীয় ক্রিকেটারদের পরিবার নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে বেশিদিন হয়নি। এর পেছনে গাভাস্কারের ছিল বড় ভূমিকা, নিজেই বললেন সেটি। ''আমি একজন যে কিনা সফরে ক্রিকেটারদের স্ত্রী নিয়ে যাওয়ার জন্য সবসময় সমর্থন করেছি। সাধারণ মানুষ ৯টা-৫টা অফিস করে যখন বাসায় ফিরে, স্ত্রীকে পাশে পায়। একই ভাবে, ক্রিকেটাররা যখন সফরে যায়, এমনকি যখন দেশে খেলে, তারা কেন তাদের স্ত্রীদের পাশে পাবে না?''কারণ, অন্য সাধারণ মানুষের মতো কাজ শেষে তাদেরও স্ত্রীর কাছে ফেরা উচিত। তাই বলছি, আমি আনুশকাকে দোষ দিচ্ছি না।''

'যা বলেছি ভুলে যেও না', মেসিকে সুয়ারেস

মাদ্রিদে খুব ব্যস্ততায় কেটেছে দিন। তবুও লিওনেল মেসির কাছ থেকে আবেগঘন বিদায়ী বার্তার জবাব দিতে দেরি করেননি লুইস সুয়ারেস। সবসময় পাশে থাকার জন্য প্রিয় বন্ধুর প্রতি জানিয়েছেন কৃতজ্ঞতা। একই সঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন মেসিকে দিয়ে আসা তার একটি পরামর্শের কথাও।বার্সেলোনার সঙ্গে ছয় বছরের সম্পর্কের ইতি টেনে আতলেতিকো মাদ্রিদে যোগ দিয়েছেন সুয়ারেস। মেডিকেল পরীক্ষার পর শুক্রবার উরুগুয়ের এই স্ট্রাইকারের সঙ্গে দুই বছরের চুক্তির কথা জানায় মাদ্রিদের ক্লাবটি।যেভাবে সুয়ারেসকে বিদায় দেওয়া হয়েছে, তা একদমই পছন্দ হয়নি মেসির। ইন্সটাগ্রামে প্রিয় বন্ধুকে জানানো বিদায়ী বার্তায় ক্লাবের সমালোচনাও করেন বার্সেলোনা অধিনায়ক। পরে ইন্সটাগ্রামেই মেসির বার্তার জবাব দেন সুয়ারেস।''বার্তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ বন্ধু। তুমি যেভাবে আছো, প্রথম দিন থেকে আমার ও পরিবারের জন্য যা কিছু করেছো, এর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমি সবসময় মেসির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব; মজার ও আবেগপ্রবণ একজন মানুষ।''"তোমাকে যা বলেছি, তা ভুলে যেও না; নিজেকে উপভোগ করে যাও, দেখিয়ে যাও তুমি এক নম্বর...তোমাকে অনেক ভালোবাসি, বন্ধু। তোমাদের পাঁচ জনকে (মেসি, তার স্ত্রী ও তিন সন্তান) খুব মিস করব।"মাদ্রিদে খুব ব্যস্ততায় কেটেছে দিন। তবুও লিওনেল মেসির কাছ থেকে আবেগঘন বিদায়ী বার্তার জবাব দিতে দেরি করেননি লুইস সুয়ারেস। সবসময় পাশে থাকার জন্য প্রিয় বন্ধুর প্রতি জানিয়েছেন কৃতজ্ঞতা। একই সঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন মেসিকে দিয়ে আসা তার একটি পরামর্শের কথাও।বার্সেলোনার সঙ্গে ছয় বছরের সম্পর্কের ইতি টেনে আতলেতিকো মাদ্রিদে যোগ দিয়েছেন সুয়ারেস। মেডিকেল পরীক্ষার পর শুক্রবার উরুগুয়ের এই স্ট্রাইকারের সঙ্গে দুই বছরের চুক্তির কথা জানায় মাদ্রিদের ক্লাবটি।যেভাবে সুয়ারেসকে বিদায় দেওয়া হয়েছে, তা একদমই পছন্দ হয়নি মেসির। ইন্সটাগ্রামে প্রিয় বন্ধুকে জানানো বিদায়ী বার্তায় ক্লাবের সমালোচনাও করেন বার্সেলোনা অধিনায়ক। পরে ইন্সটাগ্রামেই মেসির বার্তার জবাব দেন সুয়ারেস।''বার্তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ বন্ধু। তুমি যেভাবে আছো, প্রথম দিন থেকে আমার ও পরিবারের জন্য যা কিছু করেছো, এর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমি সবসময় মেসির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব; মজার ও আবেগপ্রবণ একজন মানুষ।''"তোমাকে যা বলেছি, তা ভুলে যেও না; নিজেকে উপভোগ করে যাও, দেখিয়ে যাও তুমি এক নম্বর...তোমাকে অনেক ভালোবাসি, বন্ধু। তোমাদের পাঁচ জনকে (মেসি, তার স্ত্রী ও তিন সন্তান) খুব মিস করব।"

নতুন খেলোয়াড় কেনায় আগ্রহী নন জিদান

মৌসুমের প্রথম ম্যাচে সাদামাটা ফুটবল খেলেছে দল; আক্রমণভাগ ছিল ধারহীন। গত মৌসুমেও তাদের আক্রমণে ঘাটতি চোখে পড়েছে। তারপরও আপাতত নতুন খেলোয়াড় কেনার কোনো ইচ্ছা নেই রিয়াল মার্দদি কোচ জিনেদিন জিদানের। বর্তমান স্কোয়াডের ওপরেই আস্থা রাখছেন তিনি।চলতি দলবদলে খেলোয়াড় কেনা নিয়ে কোনো ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছে না রিয়ালের। গ্যারেথ বেল, হামেস রদ্রিগেস, আশরাফ হাকিমি ও সের্হিও রেগিলন দল ছাড়লেও কোনো নতুন খেলোয়াড় কেনেনি রিয়াল। তবে বিভিন্ন ক্লাবে ধারে খেলা স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড বোরহা মায়োরাল, স্প্যানিশ ডিফেন্ডার আলভারো অদ্রিওসোলা ও নরওয়ের তরুণ মিডফিল্ডার মার্তিন ওদেগার্দকে ফিরিয়েছে সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ের দলটি।গত রোববার রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্রয়ে লা লিগার নতুন আসর শুরু করে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। সেই ম্যাচে অভিষেক হয় দলটির দুই মিডফিল্ডার মার্ভিন পার্ক ও সের্হিও আররিবাসের।দ্বিতীয় ম্যাচে শনিবার বাংলাদেশ সময় রাত একটায় রিয়াল বেতিসের মাঠে খেলবে জিদানের দল। আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে নতুন খেলোয়াড় কেনার প্রশ্নে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেন সাবেক এই ফরাসি ফুটবলার।"এখন আমার যে দল আছে, এর বাইরে আমি আর কাউকে চাই না।"ছবি: রিয়াল মাদ্রিদছবি: রিয়াল মাদ্রিদ"সবাই জানতে চাচ্ছে, নতুন কে আসছে; কিন্তু আমি আমার স্কোয়াড নিয়ে সন্তুষ্ট। সঠিক অবস্থায় ফিরতে আমরা কঠোর পরিশ্রম করব, যেন আমরা নিজেদের নির্ধারিত লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে পারি।"ভবিষ্যতে অনেক কিছুই ঘটতে পারে। তবে আপাতত অন্য সকল কোচের মতো তিনিও চান, যত দ্রুত সম্ভব দলবদলের সময় শেষ হোক। চোট কাটিয়ে মার্কো আসেনসিও, লুকাস ভাসকেস ও এদেন আজারের দলে ফেরার খবর দিলেন জিদান। তবে যথেষ্ঠ অনুশীলন করতে না পারায় বেতিসের বিপক্ষে তাদের খেলার তেমন সম্ভাবনা দেখছেন না তিনি। গত আসরে মার্চে করোনাভাইরাসের কারণে ফুটবল বন্ধ হওয়ার ঠিক আগে বেতিসের মাঠে ২-১ গোলে হেরেছিল রিয়াল।

কোনো আক্ষেপ নেই বেলের

সমালোচনায় আরও পরিণত হয়েছেন গ্যারেথ বেল। শিখেছেন, বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে কীভাবে লড়াই করতে হয়। শেষ দিকে কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেলেও রিয়াল মাদ্রিদ ক্যারিয়ার নিয়ে কোনো আক্ষেপ নেই ওয়েলসের এই ফরোয়ার্ডের।গত শনিবার রিয়াল থেকে ধারে এক বছরের জন্য নিজের পুরনো ঠিকানায় ফেরেন বেল। ২০১৩ সালে ওই সময়ের রেকর্ড ট্রান্সফার ফি সাড়ে আট কোটি পাউন্ডে টটেনহ্যাম থেকে রিয়ালে যোগ দিয়ে অধিকাংশ সময় চোট সমস্যায় ভুগেছেন তিনি। সঙ্গে ছিল ফর্মের ওঠানামা। গত দুই মৌসুমে মাঠে ছিলেন অনিয়মিত। নতুন মৌসুমে কোচ জিদানের পরিকল্পনায় না থাকায় এই তারকা নিজেই চাইছিলেন সমাধান।স্কাই স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ৩১ বছর বয়সী বেল জানান, নিয়মিত খেলতে পারাটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে তার কাছে।''না, আমার কোনো আক্ষেপ নেই। আমি কেবল ফুটবল খেলতে চাই। আমি এটাই করতে পারি। বাকি সবকিছু, বাইরে থেকে যেগুলো বলা হচ্ছে তা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে।''"এটা পরিষ্কার যে ভিন্ন একটা সংস্কৃতি, ভিন্ন একটা দেশ ব্যক্তি হিসেবে একজনকে গড়ে তোলে এবং আমি এটা ফুটবলার হিসেবে বলছি না। উদ্ভুত পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া শিখতে হবেঅবশ্যই আমি সীমাহীন চাপের মধ্যে ছিলাম। এমন লোকও আছেন যারা স্টেডিয়ামের ভেতর আমাকে দুয়ো দিয়েছিলেন।''বেলের দাবি রিয়ালে খেলার চাপ এবং তাকে ঘিরে হওয়া সমালোচনায় আরও দৃঢ় হয়েছেন তিনি। ''এই সব বিষয়গুলো খুব বেশি গুরুত্বের সঙ্গে বা খুব বেশি ব্যক্তিগতভাবে না নিতে শিখেছি, এর সঙ্গেই আমার নিত্য বাস। এটাই ফুটবল।''অনেকেই বেলের রিয়াল ছাড়ার পেছনে দেখেন কোচ জিনেদিন জিদানের হাত। লা লিগায় রিয়ালের দ্বিতীয় ম্যাচের আগের দিন সংবাদ সম্মেলন স্বাভাবিকভাবে এলো বেলের প্রসঙ্গ। জিদান স্রেফ শুভ কামনা জানিয়েই এই অধ্যায়ের সমাপ্তি টানলেন। ''আমি বেলের উত্তর দেব না। ভবিষ্যতের জন্য আমরা তার মঙ্গল কামনা করি। এখন আমরা এখানে নিজেদের কাজে মনোযোগ দিচ্ছি।''

নিউ জিল্যান্ড সফরের অনুমতি পেল পাকিস্তান-উইন্ডিজ

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে এখনও নিউ জিল্যান্ডের সীমান্ত বন্ধ। এর মাঝেই পাকিস্তান ও ওয়েস্টইন্ডিজকে সেখানে সফরের অনুমতি দিয়েছে দেশটির সরকার। আগামী নভেম্বরে নিউ জিল্যান্ডে ফিরতে পারে ক্রিকেট।সরকারের অনুমতি পাওয়ার বিষয়টি বিবৃতি দিয়ে শুক্রবার নিশ্চিত করেছে নিউ জিল্যান্ড ক্রিকেট।পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে দুটি করে টেস্ট ও তিনটি করে টি-টোয়েন্টি খেলবে। বাংলাদেশের বিপক্ষে সীমিত ওভারের সিরিজও আয়োজন করতে আশাবাদী নিউ জিল্যান্ড ক্রিকেট।''এই গ্রীষ্মে আন্তর্জাতিক সফরকারী দলগুলোর সিরিজ আয়োজনের পরিকল্পনা করতে সরকারের অনুমতি পেয়েছে নিউ জিল্যান্ড ক্রিকেট। যা শুরু হবে নভেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তানের পুরুষ দল দিয়ে।''ইংল্যান্ডের মতো জৈব-সুরক্ষা বলয় তৈরি করে পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজগুলো আয়োজন করার পরিকল্পনার কথা গত মাসে বলেছিল নিউ জিল্যান্ডের বোর্ড।

এবার বার্সেলোনার চাওয়া 'প্রতিশোধ'

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে বার্সেলোনার রেকর্ড ব্যবধানে হারের পর কেটে গেছে এক মাসের বেশি সময়। তবে এখনও বারবার ঘুরে-ফিরে আসে সেই ম্যাচের প্রসঙ্গ। কিছুদিন আগে কাম্প নউয়ে যোগ দেওয়া মিরালেম পিয়ানিচের কাছে সেটি ফুটবলের স্রেফ একটি দুর্ঘটনা। বিব্রতকর সেই হারের বদলা কাতালান দলটি এ মৌসুমে নিতে চায় বলে জানালেন এই মিডফিল্ডার।লিসবনে গত ১৪ অগাস্ট জার্মান চ্যাম্পিয়নদের কাছে ৮-২ গোলে বিধ্বস্ত হয় বার্সেলোনা। ১২ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো ট্রফিহীন একটি মৌসুম শেষ করে তারা। পরে কিকে সেতিয়েনকে ছাঁটাই করে দলটির কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয় রোনাল্ড কুমানকে। দলের প্রাণভোমরা লিওনেল মেসি ফ্রি ট্রান্সফারে ক্লাব ছাড়তে চাইলেও শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।আগামী রোববার ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে লিগ ম্যাচ দিয়ে নতুন মৌসুম শুরু করবে বার্সেলোনা। বৃহস্পতিবার স্পেনের দৈনিক ক্রীড়াপত্রিকা স্পোর্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পিয়ানিচ জানান, ঘুরে দাঁড়াতে মুখিয়ে আছেন তারা।"এই দলটা লিসবনে যা ঘটেছিল তার প্রতিশোধ নিতে চায় এবং দেখাতে চায় যে, ওটা ছিল শুধুই একটি দুর্ঘটনা।''আমাদের লক্ষ্য ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া। শুরুটা হবে লিগ দিয়ে, যা মোটেও সহজ হবে না। আর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পাঁচ অথবা ছয়টি দল থাকবে শিরোপার দাবিদার।"নতুন ঠিকানায় সতীর্থদের সামর্থ্য নিয়ে কোনো সংশয় নেই পিয়ানিচের। দলকে নিয়ে দারুণ আত্মবিশ্বাসী ইউভেন্তুস থেকে কাম্প নউয়ে আসা এই মিডফিল্ডার।"এই খেলোয়াড়রা এরই মধ্যে ফুটবল বিশ্বের সম্মান অর্জন করেছে। কারও কাছে তাদের কিছু প্রমাণ করার আছে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু ফুটবলে অঘটন তো ঘটেই। আমার মনে হয়, বার্সেলোনায় এমন খেলোয়াড় নেই যে প্রমাণ করতে চায় না, ৮-২ শুধুই একটা দুর্ঘটনা ছিল।''আমার কোনো সন্দেহ নেই।

Press Notice Inviting Tender for Procurement of Cowdung 0/0 the Joint Director of Agriculture (Research), Agronomy Unit, State Agriculture Research Station, A.D.Nagar, Agartala, West Tripura

Sealed tender invited from the bonafied and resourceful suppliers, dealers, stack holders of Indian Nationals Superscribed with **"Tender for Cowdung"** for supply of Cowdung to 0/o the Joint Director of Agriculture, Agronomy Unit, State Agriculture Research Station, A.D.Nagar, Agartala during 2020-21.
Short Quotations will be rec'ived on **12th October, 2020 up to 3.00 PM** and will be opened on the same lay at **4.00 PM,** if possible.
The Format of quotation documents etc. along with terms & conditions in details can be had from the office of the undersigned on all working days and also can be downloaded from the website- www.agri.tripura.gov.in

ICA-C/1690/20

(Arun Bhattacharjya)
Joint Director of Agriculture (Res.)
SARS, A.D.Nagar, Agartala

F. No. 1V(118)/DM/KI-1/DEV/PMAY-G TENDER /2019/3215
Dated : 24/09/2019

NOTICE INVITING QUOTATION

Notice Inviting Quotation (NIQ) in sealed envelope is invited vide F. No IV(118+/DM/KH/DEV/PMAY-G TENDER /2019/3188-98 Dated- 23/09/2020 from thc interested Chartered Accountants Firms for the conducting Audit of PMAY(G), JAY 8 Special Project PTG etc. Scheme Accounts of District & 6 (six) Blocks under Kho',va District for the Financial Year 2019-20 (i.e 01.04.2019 to 31.3.2020). Last date for **dropping Quotation is on 6th October, 2020 up to 3:00 PM.** The terms & condition of Quotation can be seen in the Notice Board of the office of the DM & Collector, Khowai District and also available in the website of (www.khowai.nic.in'.
The NIQ will be **opened on 6th October, 2020 at 3:30 PM,** if possible.

Senior Duty Magistrate
0/o District Magistrate and Collector
Khowai District, Tripura

ICA-C/1682/20

NOTICE INVITING e-TENDER

The Director, Directorate of Economics & Statistics, Government of Tripura invites an e-tender from reputed organisation for procurement of few IT hardware's for the Directorate by confirming to eligibility criteria of the tenderers as stipulated in this tender documents up to 14-10-2020, 4:00 P.M for the following purpose.

Tender inviting Authority Designation and Address	Name of work	Tender value/ estimation cost (Rs.)	EMD & Tender Fee	Last date of bid submission	Place of bid
Director, Directorate of Economics & Statistics, Government of Tripura, Email-destripura@gmail.com	Supply of Desktop computer, Printer, UPS Tablets, Laptop, Printer, Photocopier, Multifunctional Printer for implementation of Support for Statistical Strengthening Project under Directorate of Economics & Statistics, Govt. of Tripura.	44,00,000/-	EMD - Rs.90,000/- Tender Fee- Rs. 2,000/-	14/10/2020 up to 4 PM.	https://tripuratenders.gov.in

Eligible bidders shall participate in bidding only in online mode thorugh website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24 x 7 until the time of bid closing. The e-procurement website will not allow any bidder to attempt bidding after the scheduled date and time of bid submission. Submission of bid physically is not permitted. Terms & conditions in details can be obtain from https://tripuratenders.gov.in. Last Date of submission of the e-Tender : 14/10/2020 up to 4.00 PM.

ICA-C/1686/20

(D. Debbarma)
Director

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

বিলোনীয়ায় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দুই সাংবাদিক আক্রান্ত, বিভিন্ন সংগঠনের নিন্দা, দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া/ আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। বিলোনিয়ার মতাইয়ের পর আবারো বড়পাথরীতে দু জন সংবাদ প্রতিনিধি পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আক্রান্ত। অবিলম্বে দুষ্কৃতিকারীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করার দাবি ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তার দাবিতে দক্ষিণ জেলা শাসক থেকে শুরু করে মহকুমা শাসক ও বিলোনিয়া পুলিশ আধিকারিকের নিকট সাক্ষাৎকার করে এই কথাগুলো বলেন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা।

শুক্রবার আরেকটা শান্তনু ভৌমিকের মত ঘটনা ঘটে যেত বিলোনিয়াতে। পুলিশ ও এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনগনের সহায়তায় শান্তনু ভৌমিকের মত ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল বিলোনিয়ার দুই জন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি।

জেলা শাসকের সামনে ঘটনার বিস্তারিত মুলে জান যায়।বিলোনিয়ার ভাতখোলাতে রাজনৈতিক সন্ত্রাশ চলছে এই খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার সকালে সাংবাদিক সুমন নাগ ও সমীর কান্তি দেবনাথ সংবাদ সংগ্রহের উদ্দ্যেশে বড়পাথরী যাওয়ার পর, দেখতে পায় বড়পাথরী বাজারে একটি কাপড়ের দোকান ভাঙ্গচুর চালাচ্ছে একদল বাইক বাহিনী। সেই ঘটনা দেখার পর মোবাইলে ভাঙ্গচুরের ঘটনার দৃশ্য তুলতে গিয়ে চক্ষুস্থুল হয়ে যায় তারা। সাথে এই বাইক বাহিনীরা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে, কিল ঘুসি লাথি দিয়ে মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে মোবাইল ভেঙ্গে ফেলার জন্য আছাড় দিতে থাকে। মোবাইলে যাবতীয় তথ্য লোপাট করে দেয় বাইক বাহিনী দুস্কৃতিকারীরা। একসময় সাংবাদিক সমীর কান্তি দেবনাথকে বাজারের পেছনের জঙ্গলের দিকে নিয়ে যেতে টানা হেঁচড়া শুরু করে দেয়। সেখান থেকে কোনমতে নিজেকে রক্ষা করে মহকুমা পুলিশ আধিকারীকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ আধিকারিক সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী ছুটে গিয়ে বাইক বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করে তাদেরকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পিআর বাড়ির থানার ওসি। আক্রান্ত সাংবাদিকরা সুব্রত দত্ত, মানিক মজুমদার , সজল বিশ্বাস , শ্যামল বিশ্বাস নামে এই চার জন হামলাকারির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে পিআর বাড়ি থানাতে। প্রশাশন যদি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন ব্যাবস্থা গ্রহন না করে , বিলোনিয়া সাংবাদিকরা রাস্তায় নামবে বলে হুঁশিয়ারি দেয়।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সংবাদ মাধ্যমকে দেখে নেওয়ার হুমকির পর সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধির পাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে সংবাদমাধ্যমের যৌথ মঞ্চ ত্রিপুরা এসেম্বলি অব জার্নালিস্ট।

শুক্রবার পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আবার শাসকদলীয় দুস্কৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন বিলোনীয়ার দুই সাংবাদিক সুমন নাগ ও সমীর কান্তি দেবনাথ। মুখ্যমন্ত্রীর হুমকির দুই সপ্তাহের মধ্যে কমপক্ষে ছয়জন সাংবাদিক রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আক্রান্ত হয়েছেন। ত্রিপুরা এসেম্বলি অফ জার্নালিস্টস এই ধরনের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর হুমকির জেরেই, শাসক দলীয় দুর্বৃত্তরা উৎসাহিত হয়ে এই ধরনের হামলা সংগঠিত করছে বলে মনে করছে এসেম্বলি অফ জার্নালিস্টস। কিন্তু একের পর এক সাংবাদিকের উপর হামলার ঘটনায় আশ্চর্যজনকভাবে এখনো কোন অভিযুক্তকই গ্রেফতার হয় নি এবং সরকারও প্রতিক্রিয়াহীন। ইতোপূর্বে সাংবাদিকরা, মুখ্যমন্ত্রীকে তার হুমকি প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ঘটনার দুই সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও কোন প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করেন নি। বরং নানাভাবে আক্রমণ ও প্রতিহিংসা সংবাদমাধ্যমের উপর বেড়ে গেছে। সরকারের ইসারাতেই পুলিশও নিস্ক্রিয় রয়েছে বলেই মনে করছে এই মঞ্চ। এসেম্বলি অফ জার্নালিস্টস আবার মুখ্যমন্ত্রীকে তার বক্তব্য প্রত্যাহার এবং তার হুমকিতে উৎসাহিত শাসক দলীয় কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করার অনুরোধ করছে।

এদিকে, পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আজ কতিপয় দুষ্কৃতকারী কর্তৃক আক্রান্ত হলেন বিলোনিয়ার দুইজন সাংবাদিক। এই ঘটনার পর অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এসোসিয়েশনের দক্ষিণ জেলা ও বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের একটি প্রতিনিধিদল জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রণধীর দেববর্মা, মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস, এসডিপিও সৌম্য দেববর্মার সাথেও পৃথক সাক্ষাৎ করেন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

শুক্রবার রাজধানী আগরতলায় অল ত্রিপুরা ১০৩২৩ ভিপ্টিমাইজড টিচার অ্যাসোসিয়েশনের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। *ছবি-নিজস্ব*

পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী পালিত উদয়পুরেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর/তেলিয়ামুড়া, ২৫ সেপ্টেম্বর।। বিজেপি গোমতী জেলা কমিটির উদ্যোগেও শুক্রবার ব্রম্মাবাড়ি স্থিত বিজেপি গোমতী জেলা কার্যালয়ে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। এদিন পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিজেপি গোমতী জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায়। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সম্পাদক তথা গোমতী জেলা প্রভারী রতন ঘোষ, বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য সমীর চক্রবর্তী, নুপুর নন্দী সহ বিজেপি গোমতী জেলার বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ। উল্লেখ্য, এদিন গোমতী জেলার বিভিন্ন জায়গায় পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উৎযাপন করা হয়। এদিকে, তেলিয়ামুড়াতেও একই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ন্যাযমূল্যে জগন্নাথ দিঘীর ২০০ কেজি মাছ বিক্রি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫ সেপ্টেম্বর।। শুক্রবার উদয়পুর সমাজকল্যাণ মৎস সমবায় সমিতির উদ্যোগে জগন্নাথ দিঘীর পূর্ব পাড়ে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের সামনে সাধারণ মানুষের মধ্যে ন্যাযমূল্যে জগন্নাথ দিঘীর ২০০ কেজি মাছ বিক্রি করা হয়। এদিন মৃগেল মাছ ১৪০ টাকা কিলো, সিলভারকাপ মাছ ১৬০ টাকা কিলো, রুই মাছ ২০০ টাকা কিলো এবং কাতল মাছ ২৫০ টাকা দরে বিক্রি করা হয়। মাছ বিতরণ কে কেন্দ্র করে এদিন সাধারন মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য, প্রায় সময়ই এই রকম ভাবে সাধারন মানুষের মধ্যে সরকারী ন্যায্য মূল্যে জগন্নাথ দিঘীর মাছ বিতরণ করা হয়।

বিজিবি র বাধা উপেক্ষা করেই সুনাই নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। মোহনপুর বাজার সংলগ্ন সুনাই নদীর ওপর সেতু নির্মাণে বাধা দিচ্ছে বাংলাদেশ।একথা জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক রতন লাল নাথ। রতন বাবু জানান বিজিবি র বাধা উপেক্ষা করেই সুনাই নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করা হবে।এজন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি আরো জানান বিগত বিধানসভা নির্বাচনের আগে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সরকার ক্ষমতায় আসলে সোনাই নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করা হবে।মোহনপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায় সোনায় নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করার জন্য আড়াই কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।সীমান্ত সংলগ্ন শুকনায় নদীর ওপর সেতু নির্মাণে বিজিবি বাধা দিলেও বাধা উপেক্ষা করে যে কোনো মূল্যে সেতু নির্মাণ করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

কদমতলায় কংগ্রেসের বিক্ষোভ কৃষি বিলের প্রতিবাদে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর।। জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে উত্তরের ৫৪ কুর্তি কদমতলা বিধানসভা কেন্দ্রের ফুলবাড়ী ও পূর্ব ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরা এক বিক্ষোভ মিছিলে শামিল হন। বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ ৫ দফা দাবি দাওয়া নিয়ে ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রেমতলা পর্যন্ত এক বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করে স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীগণ। কংগ্রেসের আজকের বিক্ষোভ মিছিলে মূল স্লোগান ছিল পার্লামেন্টের কৃষকদের বিরুদ্ধে যে কৃষি আইন পাস হয়েছে তা প্রত্যাহার করতে হবে, ১০৩২৩ জন শিক্ষকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, সামাজিক ভাতা বাতিল করা চলবে না ইত্যাদি।কংগ্রেস দলের ডাকে আজকের বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সহ-সভাপতি গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী, কদমতলা ব্লক কংগ্রেস সভাপতি বশির আলী প্রমুখ। কংগ্রেস দলের উদ্যোগে আজকের বিক্ষোভ মিছিলে স্থানীয় তৃণমূল স্তরের কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

গণতন্ত্রের বিকাশে অবাধ নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন ব্যবস্থাপনাসংস্থাগুলির অঙ্গীকারবদ্ধতার উপর মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের গুরুত্ব আরোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। বিশ্বে গণতন্ত্রের বিকাশে সময়মতো, স্বচ্ছ, অবাধ ও অংশীদারিত্বমূলক নির্বাচন পরিচালনার প্রতি সমগ্র বিশ্বের নির্বাচন ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলির (ইবি এম) অঙ্গীকারবদ্ধতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আবাহাম লিংকনের উক্তি মরণ করে বলেন, 'গণতান্ত্রিক সরকার হচ্ছে জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য গঠিত সরকার'। তিনি নেলসন ম্যাণ্ডেলার উদ্ধ'তিও মরণ করেন। নেলসন ম্যাণ্ডেলা বলেছিলেন, 'সাহস ভয়হীনতা নয়, বরং ভয়কে জয় করা। সাহসী সেই ব্যক্তি নয় যার কোনও ভয় নেই, বরং যিনি ভয়কে জয় করেন তিনিই সাহসী'। গত ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২০ কোভিড-১৯ সময়কালে নির্বাচন পরিচালনায় সমস্যা, চ্যালে' ও নিয়মাবলী : বিভিন্ন দেশের অভি'তা বিষয়ে অনুষ্ঠিত এক ওয়েবিনারের সমাপ্তি পর্যায়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি একথা বলেন। এই ওয়েবিনার নির্বাচন পরিচালনার কাজে নিযুক্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণের গুরুত্বকে আরও স্পষ্ট করেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এই ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্র বলেন যে, কোভিড-১৯ সময়ে নির্বাচন শুধুমাত্র স্বচ্ছ ও অবাধ হলেই চলবে না, নির্বাচক, নির্বাচন আধিকারিক ও কর্তব্যরত নিরাপত্তা কর্মীদের নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের বক্তব্য থেকেও নির্বাচনের প্রাক্কালে, নির্বাচন চলাকালীন সময়ে এবং নির্বাচনের পরে তাদের বিশদ প্রস্তুতির কথা প্রকাশ পেয়েছে। মূল কথা হচ্ছে কোভিড সময়ে নির্বাচকরা যেন নিরাপদ আছেন অনুভব করতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

মাদক মামলা
এনসিবি অফিসে হাজিরা রাকুল ও দীপিকার ম্যানেজারের

মুম্বই, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু-তদন্তে মাদক মামলায় নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি)-র সিট অফিসে হাজিরা দিলেন বলিউড অভিনেত্রী রাকুল প্রীত সিং। মাদক মামলার তদন্তে রাকুলকে সমন পাঠিয়েছিল এনসিবি, সমন পাওয়ার পর শুক্রবার সকালে এনসিবি-র সিট অফিসে হাজিরা দিয়েছেন রাকুল প্রীত সিং। এনসিবি সূত্রের খবর, মাদক মামলায় এদিন অভিনেত্রী রাকুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। রেকর্ড করা হবে তাঁর বয়ান।

মাদক মামলায় এদিনই এনসিবি-র সিট অফিসে হাজিরা দিয়েছেন অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের ম্যানেজার করিশ্মা প্রকাশ। মাদক মামলায় দীপিকা পাড়ুকোনের ম্যানেজার করিশ্মা প্রকাশকেও তলব করেছিল এনসিবি। সূত্রের খবর, শনিবার এনসিবি অফিসে হাজিরা দিতে পারেন দীপিকা পাড়ুকোন। শুধু রাকুল ও দীপিকাই নন, বলিউডের মাদক-কাণ্ডে একই সঙ্গে জেরা করা হবে সারা আলি খান এবং শ্রদ্ধা কপুরকেও।

গাঁজা বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল্য পেল লেফুঙ্গা থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। গাঁজা বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল্য পেল থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ভোররাতে সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে লেফুঙ্গা থানার পুলিশ অভিযান সড়কের পার্শবর্তী বাইন্না বাড়ী এলাকায় গাজা বিরোধী অভিযানে যায়।সেখানে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা যারা ধ্বংস করে দিয়েছে পুলিশ।লেফুঙ্গা থানা সূত্রে জানা গেছে ওই এলাকায় ব্যাপক হারে গাঁজা চাষ হচ্ছে।সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে পুলিশ ওই এলাকায় গাজা বিরোধী অভিযানে গিয়েছিল।গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযানে গিয়ে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে পুলিশ। ওইসব এলাকায় আরও গাজা বাগান রয়েছে বলে তাদের কাছে এ খবর রয়েছে।সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ গাজা বাগান ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিচ্ছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ।উল্লেখ্য রাজ্যে গাঁজা চাষ বেআইনি ঘোষণা করা সত্ত্বেও একাংশের অতি মুনাফালোভী লোকজন গাঁজা চাষ করার প্রবণতা মত্ত হয়ে উঠেছেন। এ ধরনের গাঁজা চাষে যুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে এ ধরনের গাজা বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে।

জম্পুইজলায় আইপিএফটির অঞ্চল কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ সেপ্টেম্বর।। আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে আইপিএফটির বিভিন্ন অঞ্চল কমিটি গঠন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার টাকারজলা ডিভিশনের উদ্যোগে জম্পুইজলা মহকুমার কিল্লা ভার্মা এডিসি ভিলেজে ১৫ জন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন কেয়া হরি রিয়াং, সম্পাদক বিশ্ব দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ব্রজলাল দেববর্মা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রমানাথ দেববর্মা, ডিভিশন প্রেসিডেন্ট নিরঞ্জন কলই, সহসভাপতি বিশু দেববর্মা প্রমুখ। সভায় আলোচনা করতে গিয়ে সহসভাপতি ব্রজলাল দেববর্মা বলেন আসন্ন নির্বাচনে আইপিএফটি মনোনীত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে সমস্ত কর্মীরা মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলুন। নবগঠিত লোকাল কমিটি পার্টির বিভিন্ন গাইডলাইন মেনে আগামী দিনে এলাকায় পার্টিকে মজবুত করতে যাবতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করুন। সর্বদা শান্তি সম্প্রীতি বজায় রেখে সাংগঠনিক কর্মসূচি অব্যাহত রাখার জন্য আবেদন করেন তিনি। ডিভিশন কমিটির কর্মকর্তাদের প্রতি প্রতিটি অঞ্চল কমিটি কে মজবুত করার লক্ষ্যে সাংগঠনিক কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন ব্রজলাল বাবু।

সীমান্ত সমস্যা মিটিয়ে নিতে পারবে ভারত ও চিন ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারত-চিন সীমান্ত সমস্যায় ফের মধ্যস্থতার প্রস্তাব আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। একইসঙ্গে ট্রাম্প জানিয়ে দিলেন, সীমান্ত বিবাদ মিটিয়ে নিতে পারবে ভারত ও চিন। বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, "আমি জানি ভারত ও চিন এই মুহূর্তে অসুবিধার মধ্যে রয়েছে, ভীষণ ভীষণ অসুবিধা। আমার বিশ্বাস তাঁরা সীমান্ত বিবাদ মিটিয়ে নিতে সক্ষম।" এরপরই মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়ে ট্রাম্প জানিয়েছেন, আমরা যদি সাহায্য করতে পারি, তাহলে সাহায্য করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হব।

তবে এই প্রথম নয়, সীমান্ত নিয়ে ভারত-চিনের মধ্যে যে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে আগেও মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পূর্ব লাদাখের গালওয়ানে দু'দেশের সেনার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর গত জুনেও মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ট্রাম্প।

কৃষি বিল'র প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বামপন্থীদের বিক্ষোভ আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি/ বিলোনীয়া /গন্ডাছড়া/ তেলিয়ামুড়া/ নতুনবাজার, ২৫ সেপ্টেম্বর।। কৃষি বিল ও শ্রম আইন সংশোধনী বিলের দাবিতে উত্তর জেলার বিষ্ণুপুর ও প্রেমতলায় সিপিআইএমের বিক্ষোভ মিছিল।৫৪ কুর্তি কদমতলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিষ্ণুপুর ও মহেশপুর সিপিআইএম অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে বিষ্ণুপুর বাজারে বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শন করে সিপিআইএম কর্মীসমর্থকরা। অপরদিকে প্রেমতলা ও চুরাইবাড়ি সিপিআইএম অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে প্রেমতলা বাজারে বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শন করে সিপিআইএম কর্মী সমর্থকরা। আজকের পৃথক পৃথক দুটি বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন কুর্তি কদমতলা বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম দলের বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন সহ সিপিআইএম দলের অঞ্চল নেতৃত্বরা।বিক্ষোভ মিছিল শেষে বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। ইসলাম উদ্দিন বলেন,মূলত পার্লামেন্টে কৃষি বিল ও শ্রম আইন সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে আজকের সিপিআইএম দলের বিক্ষোভ মিছিল।তাছাড়া রাজ্যের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত স্তরে ব্যাপক দুর্নীতি।সকল রাজনৈতিক দলগুলির গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা হরণ ইত্যাদি দাবি-দাওয়া নিয়ে আজকের বিক্ষোভ মিছিল। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক আরো বলেন, আগামী দিনে যদি শাসক দল বিজেপি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদে বাধা প্রদান করেন তাহলে শক্ত হাতে তা মোকাবিলা করবে সিপিআইএম দল বলেও হুংকার দেন বিধায়ক।যদিও বিষ্ণুপুর বাজারে সিপিআইএম সমর্থকদের বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শনের সময় পুলিশ প্রশাসন তাদের বাধা প্রদান করেন বলেও সিপিআইএম বিধায়ক ইসলাম উদ্দিনের অভিযোগ।পাশাপাশি বিষ্ণুপুর ও প্রেমতলা বাজারে সিপিআইএম দলের বিক্ষোভ মিছিলে দলের কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে শাসক দলের ঘুম কিছুটা হলেও কেড়ে নিয়েছে সিপিআইএম দল। কেন্দ্রের মোদী সরকারের কৃষি বিল কৃষক মারা বিল।এই কৃষক মারা বিল মানছি না মানবো না , একে জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও। এই স্লোগানে মোদী সরকারের কৃষি বিল প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখালো সারাভারত কৃষক সভা বিলোনিয়া মহকুমা কমিটি। কৃষি বিল প্রত্যাহারের দাবিতে ২৫ শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সর্ব ভারতীয় কৃষক সভার ডাকে প্রতিবাদ দিবসের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বিলোনিয়াতেও প্রতিবাদে গর্জে উঠলো সারা ভারত কৃষক সভা সংগঠনের নেতাকর্মী ও বামপন্থী ছাত্রযুব সংগঠনের নেতাকর্মীরা। পাশাপাশি এই দিন সাধারণ কৃষকেরাও সামিল হয় এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে। সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা অফিস থেকে সংগঠিত হয় কৃষি বিলের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল। সেখান থেকে স্লোগান তুলে মিছিল নিয়ে বের হয়ে জগন্নাথ দেবের বাড়ির সামনে আসতেই পুলিশ মিছিল আটকে দেয়। পুলিশের বাঁধা পেয়ে বিক্ষোভ কারিরা রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। প্রায় আধঘণ্টা সময় ধরে চলে কৃষি বিলের প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন সারা ভারত কৃষক সভার নেতা বাসুদেব মজুমদার , ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের নেতা দীপঙ্কর সেন , বামপন্থী যুব সংগঠনের রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সভাপতি তাপস দত্ত সহ অন্যান্য গনসংগঠনের নেতাকর্মীরা। এই

ছয়ের পাতায় দেখুন

শুক্রবার আগরতলায় আইএনপিটির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। *ছবি-নিজস্ব*

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।